নবম অধ্যায়

নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

জলাবদ্ধতা নাগরিক সমস্যার অন্যতম সমস্যা। জলবদ্ধতার কারণে দেশের জনগণ তাদের কর্মস্থলে সঠিকভাবে চলাচল করতে পারে না। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার ব্যাপক ৰতি হয়। তাই জলাবদ্ধতা দূরিকরণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিৰার্থীরা যা জানবে

- আমাদের নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যা
- জনসংখ্যা সমস্যার কারণ ও এর প্রভাব এবং সমাধানের উপায়
- নিরৰরতার কারণ, প্রভাব ও সমাধানের উপায়
- খাদ্যনিরাপত্তাজনিত সংকটের কারণ ও প্রতিকারের উপায়
- পরিবেশগত দুর্যোগের ধারণা
- পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবিলার উপায়
- সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উৎস, সমাজ জীবনে এর প্রভাব এবং তা নিরসনের উপায়
- নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকারের উপায়
- নাগরিক সমস্যা সমাধানে নাগরিকের ভূমিকা

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা : অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। অধিক জনসংখ্যার কারণে শহর ও গ্রামে জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে পড়েছে। শহরে জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় সেখানকার বেকার মানুষ শহরে পাড়ি দিচ্ছে।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় : বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জরবরি। সচেতন নাগরিক হিসেবে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখা সকলের নাগরিক দায়িত্ব। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে নাগরিক হিসেবে আমরা নিজেরা সচেতন হতে পারি এবং অন্যকেও সচেতন করতে পারি।

বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি : বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা খাদ্যভিত্তিক দারিদ্র্যের শিকার। মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় ২,১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত খাবার কেনার সম্পদ তাদের কাছে নেই। তারা প্রতিদিন যে ক্যালরি গ্রহণ করে, তার ৮০ শতাংশই আসে শস্য হতে, যার মধ্যে চাউলই প্রধান।

খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় : নাগরিক হিসেবে খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের জন্য আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। খাদ্যনিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জেনে তা নিশ্চিত করতে নিজেরা উদ্যোগ নিতে পারি। বাড়ির আশপাশে খালি জায়গায় আমরা নানারকম শস্য চাষ করে শস্যের চাহিদা মেটাতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি।

সন্ত্রাস : সন্ত্রাসের মূল কথা বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্যসাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা। এটা যেমন দৃষ্কৃতকারীরা বা সমাজবিরোধীরা করতে পারে, তেমনি সমগ্র রাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতেও এমন চেষ্টা হতে পারে।

নাগরিক হিসেবে সন্ত্রাস প্রতিরোধে আমাদের করণীয় : নাগরিক হিসেবে আমরা সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কেও আমরা জানব। সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধে আমরা আইন–শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করব।

পরিবেশগত দুর্যোগ : আমাদের চারপাশের নদনদী, খালবিল, পাহাড়–পর্বত, গাছপালা, মাটি এসবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এই স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।

পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলায় নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় : নাগরিক হিসেবে পরিবেশ সংরৰণে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের উচিত অন্যায়ভাবে কোনো গাছ না কাটা। পরিবেশ সংরৰণে আমাদের উচিত আঙিনায় গাছ লাগানো। নিজেরা সংগঠিত হয়ে সমাজের মানুষকে পরিবেশদূষণের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা।

নিরৰরতা : নিরৰরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরৰর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের বোঝাস্বরূ প।

নিরৰতর দূরীকরণে নাগরিকদের অংশগ্রহণ : নিরৰরতা দূরীকরণের জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কাজে লাগাতে হবে। শিৰা উপকরণ থেকে শুরব করে শিৰা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। নিরৰরতা দূরীকরণে ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের বাসায় কেউ নিরৰর থেকে থাকলে তাকে অৰরজ্ঞান দিতে পারি। অথবা বন্ধুদের সাথে মিলে আমরা নিরৰরতা দূরীকরণে ক্লাব গড়ে তুলতে পারি। কেননা শিৰাই একটি জাতির মেরবদণ্ড।

নারী নির্যাতন : বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী, নারী নির্যাতন বলতে এমন যেকোনো কাজ বা আচরণকে বোঝায়, যা নারীর বিরবদ্ধে সংঘটিত হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ৰতিসাধন করে।

নারী নির্যাতন রোধে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় : নারী নির্যাতন রোধে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে নারীদের মানুষ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া। তাদের প্রতি আমাদের কখনো অশরীল ভাষা বা ইঙ্গিত করা উচিত নয়। আমাদের মনে সর্বদা এই ধারণা রাখতে হবে যে নারী–পুরবষ মানুষ হিসেবে সবাই সমান। মানুষ হিসেবে নারীকে অবজ্ঞা করা মানে হচ্ছে আমার মা বা বোনকে অপমান ও অসম্মান করা।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি কোনটি?**

ক প্রশাসনিক কঠোরতা খ নিরৰরতার হার কমানো
গ কর্মমুখী শিৰার ব্যবস্থা ● সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ

২. **সুবিধাবঞ্চিতদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধকরণের ৰেত্রে–**

i. সেবাবঞ্চিত এলাকাসমূহে সেবার মান বাড়াতে হবে

ii. নতুন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন থেকে বিরত রাখতে হবে
iii. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও iii ● ii ও iii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আরিফাদের আট ভাইবোনের সংসার এবং সিথীরা ২ ভাইবোন। আরিফাদের পরিবারে প্রায়ই খাবারের অভাব দেখা দেয় এবং সংসারে অশান্তি লেগে থাকে। আরিফার ভাইবোনেরা পড়াশোনার ভালো সুযোগ পায় না। পরান্তরে সিথী ও তার ভাই ভালোভাবে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে এবং তাদের সংসারে সর্বদা সচ্ছলতা বিরাজ করছে।

৩. **আরিফাদের অবস্থা মূলত কোন সমস্যাকে চিহ্নিত করছে?**

● জনসংখ্যা খ নিরক্ষরতা
গ দরিদ্রতা ঘ সচেতনতার অভাব

৪. **উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে কোন পদক্ষেপটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করা উচিত?**

● উচ্চ জন্মহার রোধ খ জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন
গ জনশক্তি রপ্তানি ঘ আয় পুনর্বণ্টন

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান

সুমি বাবা–মায়ের খুব আদরের মেয়ে। দরিদ্রতার কারণে সে লেখাপড়া করতে পারেনি এবং ১৮ বছর বয়সেই তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমত, বিয়ের সময় স্বামীকে যে টাকাপয়সা দেওয়ার কথা ছিল তা না দিতে পারায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার সাথে খারাপ আচরণ করতে থাকে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সুমি সেলাইর কাজ করে একপর্যায়ে পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনলে তাঁর স্বামী তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
খ. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. সুমির জীবনে প্রথম সমস্যাটি কোন সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সুমির মতো নারীদের এ ধরনের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে উদ্দীপকে বর্ণিত তার কাজটি যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে– বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭।

খ খাদ্যনিরাপত্তা বলতে যেমন খাদ্য প্রাপ্তিকে বোঝায় তেমনি খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি– এই তিনটি বিষয়কেও বোঝানো হয়। অবশ্য বাংলাদেশের খাদ্যে যেহেতু খাদ্যশস্যের, বিশেষ করে চালের প্রাধান্য রয়েছে, সেহেতু চাউলের সরবরাহ এবং মূল্যের স্থিতিশীলতাই খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের মূল বিষয়।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত সুমির জীবনের প্রথম সমস্যাটি হলো যৌতুক। যৌতুকপ্রথা বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অমানবিক ও বেদনাদায়ক সমস্যা। হিন্দু সমাজে এর উৎপত্তি। হিন্দু আইনে কন্যারা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না বিধায় পাত্রস্থ করার সময় নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার প্রথা বর্তমান। সময়ের পরিবর্তনে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়ে যৌতুকপ্রথার রূ প লাভ করে সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত হয়। যৌতুক হলো এমন একটি সামাজিক কুপ্রথা যা কন্যার পাত্রস্থ করার সময় কনে ও বরপক্ষের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে বরপক্ষকে নগদ অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা দানে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করা হয়। যেমন : উদ্দীপকে দেখা যায়, বিয়ের সময় সুমির স্বামীকে টাকাপয়সা দেওয়ার কথা ছিল। আবার বিয়ের পর টাকাপয়সা না দিতে পারায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার সাথে খারাপ আচরণ করতে থাকে। এভাবে এদেশে যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, বিবাহ–বিচ্ছেদ ঘটে। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতামাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। যৌতুকের লোভে বাংলাদেশে প্রায়ই অসামঞ্জস্য বিয়ে হয়ে থাকে এবং আত্মহত্যার পেছনে যৌতুকপ্রথা অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং উপরের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সুমির জীবনের প্রথম সমস্যা যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত সুমি যৌতুক সমস্যার শিকার। এ ধরনের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে উদ্দীপকে বর্ণিত কাজটি হলো উপার্জনমূলক কাজে অংশগ্রহণ। সুমির উপার্জনমূলক কাজটি যৌতুক ও অন্যান্য নারী নির্যাতনমূলক সমস্যা থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা নারীর অবস্থানকে সমাজে ও পরিবারে দৃঢ় করে। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ নারী এখনো স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে, সংসারের কোনো কেনাকাটা, খরচ করা বা শখ পূরণের জন্য নারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের বাবা, ভাই ও স্বামীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রথম পর্যায়ে সুমি তার স্বামীর ওপর নির্ভরশীল ছিল বিধায় সবাই তার সাথে খারাপ আচরণ করত। যখন সেলাই কাজ করে পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনে, তখন তার স্বামীসহ সবাই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। আমাদের দেশে যারা অশিক্ষিত ও পরনির্ভরশীল নারী তারা বেশি নির্যাতনের শিকার। শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল নারীরা নির্যাতনের শিকার কম হয়। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। সুতরাং বলা যায় যে, সুমির কাজটি যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে কথাটি সঠিক ও যথাযথ।

প্রশ্ন– ২ পরিবেশগত দুর্যোগের কারণ ও মোকাবিলা

জলিল সাহেব টঙ্গীর তুরাগ নদীর পাশে ১০ বিঘা জমি ক্রয় করে তার কিছু অংশে ১টি ইটের ভাটা প্রস্তুত করেন আর বাকি অংশে ধান চাষ করেন। অধিক ফলনের আশায় তিনি জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন। ইটের ভাটার বর্জ্য পদার্থ এবং বৃষ্টির পানির সাথে সার ও কীটনাশক ধুয়ে তুরাগ নদীতে পড়ছে।

ক. বাংলাদেশের নতুন জনসংখ্যা নীতি গৃহীত হয় কত সালে?
খ. রাজনৈতিক সন্ত্রাস কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. জলিল সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশে কী ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট।" উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২০০৪ সালে নতুন জনসংখ্যা নীতি গৃহীত হয়।

খ কোনো কোনো রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা গোষ্ঠীবিশেষ রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অবলম্বন করে। ধর্মের নামে এদের কাউকে কাউকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে দেখা যায়। শ্রেণি সংগ্রামের নামেও কোনো কোনো দল বা সংগঠন সহিংস তৎপরতায় লিপ্ত হয়। আবার দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়ও কখনো কখনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে দেখা যায়। এসবই রাজনৈতিক সন্ত্রাস।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত জলিল সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে মাটি, বায়ু, পানি দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে। নগরের শিল্প–কারখানাগুলো জলাধারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। শিল্প–কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নর্দমার পানিতে ফেলায় তা নদীতে মিশে পানি দূষিত করছে। এছাড়া জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলেও পানি দূষিত হচ্ছে। দূষণের

কারণে এখন ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত। শীতলব্যা, তুরাগ ও বালু নদীও ক্রমেই একই পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উদ্দীপকের জলিল সাহেবও তুরাগ নদীর তীরে ইট ভাটা স্থাপন করেছেন। জমিতে প্রচুর সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছেন। ফলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দূষিত হচ্ছে। আমরা দেখি ঢাকার বাইরে নদনদীগুলোর অবস্থাও একই রকম। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী মারাত্মক দূষণের শিকার। মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত সিমেন্ট কারখানাগুলোর দূষণে সে এলাকার পানি, জমি ও বায়ু বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং জলিল সাহেবের ইটের ভাটার বর্জ্য পদার্থ, জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটি, বায়ু, পানি দূষিত হচ্ছে এবং সার্বিক পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত সমস্যাটি হলো পরিবেশগত বিপর্যয় বা দুর্যোগ। এ সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট বলে আমি মনে করি না। তবে সমন্বিত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট হতে পারে। বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরৰণ জরৰরি। বেশি জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ দূষণ দ্বারা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য এসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এসব ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যেসব পদৰেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা হলো :

- অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কলকারখানা বন্ধ ঘোষণা করা।
- মানুষের বসতি রয়েছে এমন এলাকায় শিল্প–কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়া।
- যে শিল্পগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করে এর মধ্যে পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক ৰতিকারক শিল্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করা।
- শিল্প–শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় শিৰাদান ও প্রশিৰণের ব্যবস্থা করা।
- যেখানে–সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলা।
- বনায়ন বৃদ্ধি করা এবং এ বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করা।
- ব্যাপক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বৃৰরোপণ আন্দোলন জোরদার করা এবং পাহাড় কাটা নিয়ন্ত্রণ করা।
- পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এ সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা এবং পরাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা।
- ইটের ভাটায় জ্বালানি কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে কার্যকর পদৰেপ নেওয়া।
- স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, যাতে তারা পরিবেশের বিরূ প প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকে।
- অধিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- পরিবেশ রৰার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত ও অংশগ্রহণে রাজি করানো।
- ৰতিকারক উপাদানগুলোর পরিমাপ করার জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পরিবেশগত দুর্যোগ এড়াতে উপরিউক্ত পদৰেপগুলো বাস্তবিক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কঠিন নয়, প্রয়োজন শুধু সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা। তাই আমি বিশ্বাস করি, পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ২০০৪ সালে গৃহীত জনসংখ্যানীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? [স. বো. '১৬]
ক জনগণকে শিৰিত করে তোলা ● জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা
গ জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা
ঘ জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

২. ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কত শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত? [স. বো. '১৫]
ক ৪০ খ ৪২ ● ৪৪ ঘ ৫০

৩. সিরাজ পত্রিকা পড়ে জানতে পারল তার দেশ জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যে ৮ম এবং এশিয়ার মধ্যে ৫ম। সিরাজ মূলত কোন দেশে বাস করে? [মহানগর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক চীন খ ভারত ● বাংলাদেশ ঘ মালয়েশিয়া

৪. বাংলাদেশের উষ্ণ জলবায়ু ছেলেমেয়েদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছে? [শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে খ স্মৃতিশক্তি লোপ পায়
গ স্বাস্থ্যহীনতা বৃদ্ধি পায় ● অপেৰাকৃত কম বয়সে সাবালক হয়

৫. আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কোনটি? [সাতবীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● বাল্যবিবাহ খ বিধবাবিবাহ
গ বহুবিবাহ ঘ গণবিবাহ

৬. আমাদের দেশের মানুষ একাধিক পুত্রসন্তান কামনা করে কেন? [শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অধিক রোজগারের আশায় ● অধিক নিরাপত্তার আশায়
গ পারিবারিক শক্তি বৃদ্ধির আশায় ঘ সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির আশায়

৭. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি কাজ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এৰেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রণালয় কাজ করছে? [ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● জনশক্তি খ পররাষ্ট্র গ প্রবাসী কল্যাণ ঘ স্বরাষ্ট্র

৮. কিছুদিন দিন আগে সপ্তম শ্রেণি পড়ুয়া আয়শার বিয়ে হয়। সে কোন ধরনের সামাজিক অবস্থার শিকার? [মুন্নু টেক্সটাইল মিলস উচ্চ বিদ্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর]
ক অশিৰা খ দারিদ্র্য গ বহুবিবাহ ● বাল্যবিবাহ

৯. কে বা কারা আন্তরিক হলে শিৰা ব্যাংক চালু করা সম্ভব? [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
● সরকার ঘ দেশের শীর্ষস্থানীয় ধনীক শ্রেণির ব্যক্তিরা

১০. Vulnerable Group Development–এর শব্দ সংৰেপ কোনটি? [মহানগর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক VGF ● VGD গ GVD ঘ FFE

১১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে একের পর এক গাছপালা কেটে, বন উজাড় করে মানুষ সেখানে কী গড়ে তুলছে? [ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক জনবসতি খ কৃষি–খামার
গ বিভিন্ন স্থাপনা ● বিভিন্ন শিল্প–কারখানা

১২. বুড়িগঙ্গা নদী জৈবিক দৃষ্টি থেকে মৃত কেন? [বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক ঘনবসতির কারণে ● দূষণের কারণে
গ ধর্মের কারণে ঘ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে

১৩. কীভাবে পরাস্টিকের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে? [মহানগর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
● পণ্যের মোড়ক হিসেবে খ ব্যাগ হিসেবে

ⓖ সস্তা বলে ⓘ গৃহস্থালির কাজে

১৪. 'ক' নামক দলের কতিপয় কর্মীরা 'খ' নামক দলের কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালালে ঘটনাস্থলে ৩ জন মারা যায় ও আহত হয় অনেকে। 'ক' নামক দলের কর্মীদের এরূ প কর্মকাণ্ডকে তুমি কী বলবে? [মুন্নু টেক্সটাইল মিলস উচ্চ বিদ্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর]

ⓚ দলীয় সন্ত্রাস ● রাজনৈতিক সন্ত্রাস
ⓖ আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস ⓘ অপরাধীচক্রের দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান– [মুন্নু টেক্সটাইল মিলস উচ্চ বিদ্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর]

i. পৃথিবীতে ৮ম ii. এশিয়ায় ৫ম
iii. দক্ষিণ এশিয়ায় ১ম

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৬. আমাদের দেশের বাবা–মায়েরা তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়। এর কারণ হলো– [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

i. সংসারের অভাব–অনটন
ii. তাদের দ্বারা সামাজিক অপরাধ হওয়ার ভয়
iii. সমাজের চোখে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ– [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. বাল্যবিবাহ ii. জলবায়ুর প্রভাব
iii. দরিদ্রতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓖ i ও ii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮. আমাদের দেশের মানুষ অধিক সন্তান জন্ম দেয়– [নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]

i. অশিক্ষার কারণে ii. অজ্ঞতার কারণে
iii. কুসংস্কারের কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓖ i ও ii ⓖ iii ● i, ii ও iii

১৯. খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় যেসব কারণে তা হলো– [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. কম খাদ্য উৎপাদন ii. জনগণের স্বল্প আয়
iii. খাদ্যের প্রাপ্যতা না থাকলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রয়োজন হয়– [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. খাদ্যনীতি ii. টাকা–পয়সা
iii. পর্যাপ্ত চাষের জমি

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হতে পারে– [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

i. সামাজিক পটভূমিতে ii. রাষ্ট্রীয় পটভূমিতে
iii. সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাধারণ কারণ হলো– [বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. অর্থনৈতিক বৈষম্য ii. বর্ণবৈষম্য
iii. বেকারত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রনির বাবা একজন রিক্সাচালক। বাবার সাথে সে জামতলা বস্তিতে বসবাস করে। বস্তির বড় ভাই সুমন এলাকায় চাঁদাবাজি, মারামারি ও টেন্ডারবাজির সাথে জড়িত। সুমন রনিকে কাজ দেয়ার নামে তার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে এবং তাকে অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে ফেলে। [স. বো. '১৫]

২৩. রনির এ অবস্থার জন্য দায়ী–

i. দরিদ্রতা
ii. সচেতনতার অভাব
iii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪. রনির এ অবস্থা থেকে প্রতিকারের উপায় হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন
ii. মূল্যবোধের জাগরণ
iii. গণসচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুরুজ মিয়া একজন অশিক্ষিত রিকশাচালক। তার সন্তান সংখ্যা ৫ জন। তার বড় ছেলে শরীফ গ্রামে একটি মৎস্য খামার স্থাপন করে পারিবারিক অসচ্ছলতা দূর করার চেষ্টা করে। [স. বো. '১৬]

২৫. সুরুজ মিয়ার অধিক সন্তান নেওয়ার মূলে প্রধান কারণ কোনটি?

ⓚ কুসংস্কার ● শিক্ষার অভাব ⓖ বাল্যবিবাহ ⓘ অসচ্ছলতা

২৬. শরীফ–এর চেষ্টার ফলে সমাজে–

i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে
ii. দরিদ্রতা হ্রাস পাবে
iii. সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আয়শা পাঁচ সন্তানের মা ও দরিদ্র ঘরের স্ত্রী। তার বাবা–মা সমাজের ভয়ে অল্প বয়সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। লেখাপড়া না জানায়, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান না থাকায় সে আজ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সন্তানের জননী। [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

২৭. আয়শার সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে–

i. শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে
ii. পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে
iii. বাল্যবিবাহ রোধ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ ii ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮. বাংলাদেশে নিচের কোন শ্রেণির পরিবারের মধ্যে নিরক্ষরতার হার খুবই বেশি?

● দরিদ্র ⓖ মধ্যবিত্ত ⓖ ধার্মিক ⓘ ব্যবসায়ী

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মজুমদার মিয়া ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত 'ক' নামক বস্তিতে দীর্ঘদিন বসবাস করছে। মজুমদার মিয়া রিকশা চালিয়ে সংসার চালায়। তার বড় ছেলে মিলন সন্ত্রাসী চক্রের সাথে চলাফেরা করে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ করে এবং নেশা করে। অবশেষে একদিন ছিনতাই করতে গিয়ে মিলন গণপিটুনিতে প্রাণ হারায়। [সাহাজউদ্দীন সরকারি স্কুল এন্ড কলেজ, টঙ্গী]

২৯. মিলনকে কার্যকর উপায়ে কীভাবে অপরাধ থেকে বাঁচানো যেত? (প্রয়োগ)

ⓚ বাবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ⓖ সমষ্টিগত উদ্যোগে
● জনগণের সচেতন প্রতিরোধে ⓘ সুষ্ঠু রাজনীতির মাধ্যমে

৩০. মিলনের প্রাণহানির মতো এমন ঘটনা পুনরায় না ঘটার জন্য করণীয় হলো–

i. সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন
ii. রাজনৈতিক দলে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় না দেওয়া
iii. সন্ত্রাসীদের পরামর্শ দিয়ে খারাপ কাজ করানো

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের প্রথমে অবস্থান হয়– (জ্ঞান)
● পরিবারে ⓚ সমাজে ⓖ রাষ্ট্রে ⓘ বিশ্বে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা বাস করি– (অনুধাবন)
i. শহরে ii. গ্রামে iii. রাজধানীতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ iii ● i ও ii ⓘ i ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সদ্যজাত শিশু তমা। সে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি এলাকার এক চাকমা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের গ্রাম থেকে দূরে মায়ানমার ও ভারতের পাহাড় চূড়া দেখা যায়।

৩৩. তমা কোন রাষ্ট্রের নাগরিক? (প্রয়োগ)
ⓚ ভারত ⓚ মায়ানমার ● বাংলাদেশ ⓘ চীন

৩৪. তমা উক্ত রাষ্ট্রে বসবাস করতে গেলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নানা অসুবিধার সম্মুখীন হবে
ii. বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা পাবে
iii. সাংস্কৃতিক পৃথক সত্তা হারিয়ে ফেলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রতিকার ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৮৭

At a Glance

- মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং দেশের সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে– জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়।
- জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যতম– একটি প্রধান সমস্যা।
- জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে– ৮ম।
- আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত– বাল্যবিবাহ।
- মানুষকে সচেতন করে– শিক্ষা।
- বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জরুরি– জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫. একটি দেশের জনসংখ্যা কোন ক্ষেত্রে সমস্যায় পরিণত হতে পারে?
ⓚ জন্মহার মৃত্যুহারের সমান হলে ⓚ মৃত্যুহার জন্মহারকে ছাড়িয়ে গেলে
ⓖ মৃত্যুহার ও জন্মহার স্থির থাকলে ● জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে

৩৬. জনসংখ্যা কখন সমস্যায় পরিণত হয়? (অনুধাবন)
ⓚ কোনো দেশের জনসংখ্যা দশ কোটির বেশি হলে
ⓚ যুদ্ধের কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলে
ⓖ দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে
● জন্মহার দেশের সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে

৩৭. বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে জনসখ্যার বৃদ্ধি প্রয়োজন। এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ⓚ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা
● উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ⓘ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা

৩৮. ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা চিন্তা করে বর্তমানে কোনটি বৃদ্ধির হার কমানো প্রয়োজন? (অনুধাবন)
ⓚ দারিদ্র্য ⓚ নিরক্ষরতা ● জনসংখ্যা ⓘ শিল্প

৩৯. জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীতে কততম স্থানে অবস্থান করছে? (জ্ঞান)
● ৮ম ⓚ ৯ম ⓖ ১০ম ⓘ ১১তম

৪০. বাংলাদেশের আয়তন কত? (জ্ঞান)
ⓚ ১,৪৫,৫৭০ বর্গকিলোমিটার ● ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার
ⓖ ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার ⓘ ১,৪৮,৫৭০ বর্গকিলোমিটার

৪১. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় কত কোটি? (জ্ঞান)
● ১৫ ⓚ ১৬ ⓖ ১৭ ⓘ ১৮

৪২. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত? (জ্ঞান)
● ১.৩৭ ⓚ ১.৩৯ ⓖ ১.৪০ ⓘ ১.৪২

৪৩. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? (জ্ঞান)
ⓚ ১০০০ ● ১১০০ ⓖ ১২০০ ⓘ ১৩০০

৪৪. চীনের লোকসংখ্যা কত বিলিয়ন? (জ্ঞান)
ⓚ ১.৩ ● ১.৪ ⓖ ১.৫ ⓘ ১.৬

৪৫. চীনে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৩০ ● ১৪০ ⓖ ১৪৫ ⓘ ১৫০

৪৬. ভারতে কত বিলিয়ন লোক রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ১.১ ● ১.২ ⓖ ২.২ ⓘ ২.৩

৪৭. ভারতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? (জ্ঞান)
ⓚ ৩৬০ ● ৩৬২ ⓖ ৩৭০ ⓘ ৩৮০

৪৮. বাংলাদেশের নাগরিকরা কোন সমস্যা দ্বারা বেশি প্রভাবিত হচ্ছে? (জ্ঞান)
ⓚ রাজনৈতিক ⓚ অর্থনৈতিক
● জনসংখ্যা ⓘ ধর্মীয়

৪৯. শহর ও গ্রামে নাগরিক জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে পড়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
ⓚ বিদ্যুৎ সংকট ⓚ বেকার সমস্যা
● অধিক জনসংখ্যা ⓘ রাজনৈতিক সংকট

৫০. গ্রামের বেকার মানুষ কর্মসংস্থানের আশায় কোথায় পাড়ি জমায়? (জ্ঞান)
ⓚ বিদেশে ● শহরে ⓖ বন্দরে ⓘ প্রবাসে

৫১. কোনটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা? (জ্ঞান)
● অপুষ্টি ⓚ বহুবিবাহ ⓖ বাল্যবিবাহ ⓘ কুসংস্কার

৫২. বনাঞ্চল কেটে ও আবাদি জমির ওপর বসতি গড়ে ওঠার পিছনে কোনটি দায়ী বলে মনে কর? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বসতি জমির পরিমাণ কম
ⓚ নতুন নতুন নগর স্থাপন
● দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকা
ⓘ বেশি জায়গা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার প্রবণতা

৫৩. এদেশের খালবিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে কেন? (অনুধাবন)
ⓚ খালবিল পুনরায় খনন না হওয়ায় ● অতিরিক্ত জনসংখ্যার দরুন
ⓖ সম্পদের পরিমাণ কম হওয়ায় ⓘ শহরের জনসংখ্যা বাড়ার কারণে

৫৪. বাংলাদেশ অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যাকে কীভাবে সম্ভাবনায় পরিণত করেছে? (অনুধাবন)
ⓚ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
● বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে
ⓖ জনগণের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করে
ⓘ জনগণকে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে

৫৫. বাংলাদেশ কোন মণ্ডলে অবস্থিত? (জ্ঞান)
● গ্রীষ্ম ⓚ বর্ষা ⓖ শীত ⓘ বসন্ত

৫৬. বাংলাদেশের জলবায়ু কীরূ প? (জ্ঞান)
● উষ্ণ ⓚ শীতল
ⓖ নাতিশীতোষ্ণ ⓘ চরমভাবাপন্ন

৫৭. বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে যৌবন প্রাপ্ত ও সন্তান ধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয় কেন? (অনুধাবন)
● জলবায়ুর প্রভাবে ⓚ দারিদ্র্যে কারণে
ⓖ বহুবিবাহের কারণে ⓘ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে

৫৮. আমাদের দেশে বিবাহকে কোন ধরনের কর্তব্য মনে করা হয়? (অনুধাবন)
ⓚ সামাজিক ⓚ রাষ্ট্রীয় ● ধর্মীয় ⓘ নৈতিক

৫৯. সাধারণত কোন ধরনের পরিবারে বহুবিবাহের প্রবণতা বেশি থাকে? (অনুধাবন)
ⓚ উচ্চবিত্ত ⓚ মধ্যবিত্ত
ⓖ নিম্নমধ্যবিত্ত ● নিম্ন আয়ের

৬০. রাসেল বহুবিবাহ করেছেন। এটি কোনটিকে সমর্থন করে? (প্রয়োগ)
● দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ⓚ ধর্মীয় আদেশ পালন
ⓖ বেকারত্ব হ্রাস ⓘ সমস্যার সমাধান

৬১. আর্থিক দিক থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতি কীরূপ? (জ্ঞান)
ক ধনী খ সচ্ছল গ অভিজাত ● দরিদ্র

৬২. কারা পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের সুদূরপ্রসারী চিন্তা করে না? (জ্ঞান)
● দরিদ্র খ ধনী গ স্বচ্ছল ঘ শিক্ষিত

৬৩. আমাদের দেশে কারা বেশি সন্তান জন্মদান করে? (জ্ঞান)
● দরিদ্র খ শ্রমিক
গ উপজাতি ঘ কৃষক

৬৪. বাংলাদেশে উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক কারণ কোনটি? (জ্ঞান)
ক শিক্ষার অভাব ● বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার প্রত্যাশা
গ শিশু মৃত্যুর উচ্চ হারে ঘ বাল্যবিবাহ

৬৫. বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের আশায় আমাদের দেশের বাবা–মায়েরা কী করে? (অনুধাবন)
ক অর্থ সঞ্চয় খ সমবায় সমিতি গঠন
গ বৃদ্ধাশ্রমের সদস্য হয় ● অধিক পুত্রসন্তান কামনা

৬৬. আমাদের দেশে পিতামাতা পুত্র সন্তান কামনা করে কেন? (জ্ঞান)
● পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার আশায়
খ সামাজিক মর্যাদার জন্য
গ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য
ঘ মেয়েদের অলসতার জন্য

৬৭. আমাদের দেশের দরিদ্র ও অজ্ঞ লোকেরা ছেলেমেয়েদের বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা না করেই সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। এর জন্য দায়ী কোনটি? (প্রয়োগ)
ক জলবায়ুর প্রভাব ● শিক্ষার অভাব
গ বাল্যবিবাহ ঘ বৃদ্ধকালীন নিরাপত্তার অভাব

৬৮. আমাদের দেশের সন্তানদের কেন তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হয়? (অনুধাবন)
● সামাজিক অপরাধের ভয়ে খ খাদ্যের অভাবে
গ অশিক্ষার জন্য ঘ ধর্মীয় কারণে

৬৯. বড় হয়ে ছেলেমেয়ের অপরাধের আশঙ্কা বাবা–মাকে কোন সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়? (অনুধাবন)
ক পড়ালেখা করানো ● বিয়ে দিয়ে দেওয়া
গ ঘরে বন্দী থাকা ঘ সম্পর্ক অস্বীকার করা

৭০. সাধারণত কোন ধরনের পরিবারকে সুখী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক যৌথ খ উপজাতি ● ছোট ঘ বড়

৭১. এদেশে জন্মশাসনের অভাবের কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
● পরিবার পরিকল্পনার সুবিধাদির অভাব
খ মাতৃত্বকালীন সেবা সুবিধাদির অভাব
গ সমাজের চোখে হেয় হওয়ার আশঙ্কা
ঘ মা–বাবার কাছে হেয় হওয়ার আশঙ্কা

৭২. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে দেশে কী ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে? (অনুধাবন)
ক অরাজক ● ভয়ানক গ উত্তেজক ঘ সহায়ক

৭৩. জনঘনত্বপূর্ণ এলাকা থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়াকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক জনসংখ্যার বিন্যাস খ জনসংখ্যা বণ্টন
● জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন ঘ জনসংখ্যার সুষমবিন্যাস

৭৪. আমাদের দেশে কার মজুরি কম? (জ্ঞান)
● শ্রমিকের খ দর্জির
গ ড্রাইভারের ঘ আইনজীবীর

৭৫. আমাদের দেশে শ্রমিকের মজুরি কম কেন? (অনুধাবন)
ক অদক্ষতা খ নিরক্ষর
গ কাজের চাহিদা কম ● শ্রমিকের আধিক্য

৭৬. ফাহিম মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে চাকরির উদ্দেশ্যে যেতে চায়। এজন্য তাকে কোন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে? (প্রয়োগ)
ক পররাষ্ট্র খ স্বরাষ্ট্র
● জনশক্তি ঘ প্রবাসী কল্যাণ

৭৭. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে কাদের ওপর অধিক হারে কর ধার্য করতে হবে? (জ্ঞান)
ক বড় পরিবারের ● ধনীদের
গ ছোট পরিবারের ঘ পুরুষদের

৭৮. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের জীবনমান বৃদ্ধি করতে হবে। তাই জনগণের জীবন মান বৃদ্ধির সর্বোত্তম উপায় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বেকার ভাতা দেওয়া
খ সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা
● ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
ঘ উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা

৭৯. মানুষকে সচেতন করে তুলতে কোনটি সর্বাধিক ও কার্যকরভাবে সহায়ক? (অনুধাবন)
● শিক্ষা খ গণমাধ্যম
গ সভা–সেমিনার ঘ লিফলেট বিতরণ

৮০. শিক্ষা মানুষকে কোন ধরনের পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট করে? (অনুধাবন)
ক ধনী খ দরিদ্র ● ছোট ঘ বড়

৮১. কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উন্নত বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা– এসবের সমষ্টি কোন বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে? (প্রয়োগ)
ক দারিদ্র্য হ্রাস খ বেকারত্ব হ্রাস
● অর্থনৈতিক উন্নতি ঘ খাদ্যনিরাপত্তার উন্নতি

৮২. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বৃহৎশিল্প গড়ে তুলতে হবে– (অনুধাবন)
ক বিদেশ থেকে আসা কাঁচামাল দিয়ে
খ পতিত কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে
● কুটির শিল্পের তৈরি মালামাল দিয়ে
ঘ পরিবেশ সংরক্ষণের দিকে লক্ষ রেখে

৮৩. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সেরাগান কোনটি? (জ্ঞান)
ক একটি সন্তানই যথেষ্ট
খ দুটি সন্তানই যথেষ্ট
● একটি সন্তান কাম্য, দুটি যথেষ্ট
ঘ দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়

৮৪. 'একটি সন্তান কাম্য, দুটি যথেষ্ট'– এই উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়? (অনুধাবন)
● জনসচেতনতা সৃষ্টি খ জন্ম নিয়ন্ত্রণের কুফল
গ জনসংখ্যা নীতি ঘ পরিবার–পরিকল্পনা

৮৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন মন্ত্রণালয় কাজ করছে? (জ্ঞান)
ক স্বাস্থ্য খ ত্রাণ ও পুনর্বাসন
গ আবাসন ● পরিবার–পরিকল্পনা

৮৬. পরিবার–পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে অধিক হারে কী নিয়োগ করতে হবে? (জ্ঞান)
● মাঠকর্মী খ চিকিৎসক গ নার্স ঘ বুদ্ধিজীবী

৮৭. জনসংখ্যা নীতি ২০০৪ অনুযায়ী সরকারের গৃহীত উদ্যোগ কোনটি? (জ্ঞান)
ক দরিদ্রদের জন্য সন্তান উৎপাদন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা
খ কর্মজীবদের জন্য সন্তান উৎপাদন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা
গ গ্রামবাসীর জন্য সন্তান উৎপাদন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা
● সকলের জন্য সন্তান উৎপাদন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা

৮৮. জনসংখ্যা নীতি সংস্কার করে সরকার কত সালে নতুন জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করে? (জ্ঞান)
ক ২০০৩ ● ২০০৪ গ ২০০৫ ঘ ২০০৬

৮৯. কত সালের জনসংখ্যা নীতিকে ২০০৪ সালে সংস্কার করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭৩ খ ১৯৭৫ ● ১৯৭৬ ঘ ১৯৭৮

৯০. জনসংখ্যা নীতি ২০০৪ এর একটি দিক– (অনুধাবন)
ক মায়েদের সচেতনতা খ বাবাদের সচেতনতা
● নারী–পুরুষের সমতা ঘ ধনী–দরিদ্রের সমতা

৯১. সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকগণকে একসাথে কাজ করতে হবে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নে? (জ্ঞান)
● জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ খ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

ⓖ হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ ⓘ মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ

৯২. সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঘরের বাইরে এনে কাজ করাতে কী ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন? (অনুধাবন)

ⓚ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ● ক্ষুদ্রঋণ প্রদান
ⓖ দরিদ্রভাতা প্রদান ⓘ বাসস্থানের নিশ্চয়তা

৯৩. আমাদের প্রতিবেশী পরিবারের নিরক্ষর শিশুর জন্য আমাদের কর্তব্য কী? (অনুধাবন)

ⓚ অর্থ দিয়ে সাহায্য করা ● শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া
ⓖ শিক্ষার সুফল সম্পর্কে জানানো ⓘ জোর করে স্কুলে পাঠানো

৯৪. সম্পদের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা জাতির জন্য বোঝা। পরিবারের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও ভয়ানক। এক্ষেত্রে কী বলা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)

● পরিবারের জন্য অভিশাপ ⓚ পরিবারের জন্য মানহানিকর
ⓖ পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তা ⓘ পরিবারের জন্য পীড়াদায়ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৫. একটি দেশের জনসংখ্যা তখনই সমস্যায় পরিণত হয় যখন– (প্রয়োগ)

i. জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে
ii. জন্মহার সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে
iii. দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৬. কেউ কেউ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সামান্য সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন। তাদের নিকট অধিকতর সমস্যাজনক হচ্ছে– (প্রয়োগ)

i. অশান্তি ii. ক্ষুধা–দারিদ্র্য
iii. বর্ণবৈষম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯৭. কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে সকল সমস্যার তুলনায় জনসংখ্যা সমস্যাকে সামান্য মনে করেছেন, তা হলো– (অনুধাবন)

i. ক্ষুধা ii. বর্ণবৈষম্য
iii. দারিদ্র্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯৮. শহরে জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না– (অনুধাবন)

i. পানি ii. বিদ্যুৎ
iii. গ্যাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯৯. যে কারণে বর্তমানে নাগরিক জীবন কষ্টকর হয়ে পড়েছে তা হলো– (অনুধাবন)

i. গ্যাসের অপ্রতুলতা
ii. প্রতিনিয়ত লোডশেডিং
iii. পানির অপর্যাপ্ত সরবরাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০০. নাগরিক জীবন কষ্টকর হয়ে পড়েছে– (অনুধাবন)

i. প্রতিনিয়ত বিদ্যুতের লোডশেডিং–এর কারণে
ii. পানির অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে
iii. বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০১. অধিক জনসংখ্যার কারণে গ্রামে যে সমস্যা পরিলক্ষিত হয় তা হলো– (অনুধাবন)

i. পর্যাপ্ত খাবারের অভাব
ii. চিকিৎসার অভাব
iii. উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০২. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র হওয়ার ফলে– (অনুধাবন)

i. তাদের জীবনযাত্রার মান নিম্ন
ii. স্বাস্থ্যহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে
iii. আর্থিক নিরাপত্তার আশায় কম সন্তান জন্ম দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০৩. বাংলাদেশ উষ্ণ জলবায়ুর দেশ। তাই এখানকার ছেলেমেয়েরা– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. উগ্র স্বভাবের হয়
ii. অল্প বয়সেই সাবালক হয়
iii. অল্প বয়সেই সন্তানধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রধান কারণগুলো গ্রামে অধিক হারে লক্ষণীয় তা হলো– (অনুধাবন)

i. যৌথ পরিবার গঠন ii. বাল্যবিবাহ
iii. বহুবিবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০৫. আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক পুত্রসন্তানের প্রতি একটি ধারণা পোষণ করে যে, তারা বৃদ্ধকালীন সময়ে– (অনুধাবন)

i. সামাজিক নিরাপত্তা দেবে ii. আর্থিক নিরাপত্তা দেবে
iii. স্বাস্থ্যসেবার নিরাপত্তা দেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০৬. দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা সন্তানের চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, বস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাভাবনা না করেই সন্তান জন্ম দেয়। এজন্য দায়ী হলো তাদের– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. নিরাপত্তার অভাব ii. শিক্ষার অভাব
iii. সচেতনতার অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০৭. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন ঘটালে– (প্রয়োগ)

i. কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় ii. বিবাদের সৃষ্টি হয়
iii. জীবনযাত্রার মান বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০৮. বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যা সমস্যাকবলিত দেশ। এই জনসংখ্যা সমস্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে করণীয় হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো ii. প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
iii. বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৯. বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করলে তা বাংলাদেশের জন্য যে ফলাফল বয়ে আনবে তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বেকারত্ব দূরীকরণ ii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
iii. জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১১০. জনগণের জীবনযাত্রার মান তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন– (প্রয়োগ)

i. কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে ii. তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে
iii. দরিদ্রতা হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১১. আমাদের দেশে শ্রমিকের মজুরি অত্যন্ত কম। এর কারণ হলো– (প্রয়োগ)

i. কাজের অদক্ষতা ii. শ্রমিকের আধিক্য
iii. কাজের সুযোগ কম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. মানুষ তখনই আত্মসচেতন হয়, তার দায়দায়িত্ব বুঝতে পারে, যখন– (প্রয়োগ)

i. তার মধ্যে শিৰার আলো থাকে ii. বেকারত্ব থেকে মুক্ত থাকে
iii. অভাব থেকে মুক্ত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৩. অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে যা করতে হবে তা হলো– (প্রয়োগ)

i. কৃষি উন্নয়ন ii. উন্নত বাজার সৃষ্টি
iii. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৪. মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিলে তারা– (উচ্চতর দৰতা)

i. আত্মসচেতন হতে পারবে
ii. নিজেদের দায়দায়িত্ব বুঝতে পারবে
iii. যৌথ পরিবার গঠনে উৎসাহিত হতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার–পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের করণীয় হলো– (প্রয়োগ)

i. অধিক হারে মাঠকর্মী নিয়োগ দেওয়া
ii. আইন করে অধিক সন্তান গ্রহণ বন্ধ করা
iii. জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদি সহজলভ্য করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৬. সরকার ২০০৪ সালে পুনরায় নতুন জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করে। এর উলেৱখযোগ্য দিক হলো– (উচ্চতর দৰতা)

i. এ সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা
ii. এ সম্পর্কিত দ্রব্যাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
iii. গণমাধ্যম ব্যবহার করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৭. বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে– (প্রয়োগ)

i. সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না
iii. রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৮. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমাধানে সরকার যেসব আইন প্রণয়ন করে সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য দরকার– (উচ্চতর দৰতা)

i. পরিবার–পরিকল্পনাকে সফল করা
ii. ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা
iii. গণসচেতনতা সৃষ্টি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৯. বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ– (উচ্চতর দৰতা)

i. শিৰার অভাব ii. সামাজিক কুসংস্কার
iii. পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২০. বাড়তি জনসংখ্যার চাওয়া–পাওয়া পূরণ করা সম্ভব হয় না যে কারণে– (উচ্চতর দৰতা)

i. সীমিত সম্পদ ii. সম্পদের স্বল্পতা
iii. সম্পদের তুলনায় চাহিদা বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৰেত্রে অবদান রাখে– (প্রয়োগ)

i. অসচেতন নাগরিক ii. পরিবার পরিকল্পনার অভাব
iii. প্রতিযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১২২. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়– (উচ্চতর দৰতা)

i. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন ii. জনশক্তি রপ্তানি
iii. শিৰা বিস্তার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৩ ও ১২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাসুম একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে এখন সরকারি ব্যবস্থায় স্বল্প খরচে বিদেশ গিয়ে ভালো বেতনে চাকরি করছে।

১২৩. মাসুমের বিদেশ যাওয়ার জন্য সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক পররাষ্ট্র খ প্রবাসী কল্যাণ
গ স্বরাষ্ট্র ● জনশক্তি

১২৪. মাসুমের বিদেশ গিয়ে ভালো বেতনে চাকরি করার ফলে– (উচ্চতর দৰতা)

i. পরিবারে সচ্ছলতা এসেছে
ii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে
iii. বেকারত্ব দূর হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের ছকটি দেখে এবং ১২৫ ও ১২৬ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

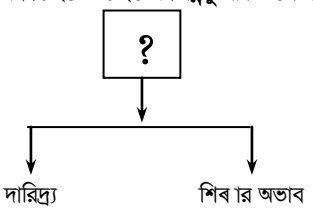

১২৫. (?) চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? (প্রয়োগ)

● জনসংখ্যার সমস্যা খ জনসংখ্যার সুফল
গ বৈদেশিক সাহায্য ঘ জনসংখ্যা নীতি

১২৬. (?) চিহ্নিত সমস্যার জন্য দায়ী– (উচ্চতর দৰতা)

i. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ii. অর্থনৈতিক উন্নতি
iii. নিরৰর জনগোষ্ঠী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইকবাল সরকার একজন মাদরাসার শিৰক। তিনি শিৰিত হওয়া সত্ত্বেও পরিবার–পরিকল্পনার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। তার পরিবারের ছেলেমেয়েসহ ৮ জন সদস্য। তিনি পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটাতে সমস্যায় পড়েন।

১২৭. ইকবালের সমস্যার মূলে কী কাজ করেছিল? (প্রয়োগ)

● কুসংস্কার খ অর্থনৈতিক সচ্ছলতা
গ দরিদ্রতা ঘ ধর্মভীরুতা

১২৮. বাংলাদেশের প্রেৰিতে ইকবালের সমস্যার অন্যতম কারণ– (উচ্চতর দৰতা)

i. জলবায়ুর প্রভাব ii. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ
iii. শিৰার অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

➲ নিরক্ষরতা

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯০

At a Glance

- নিরৰরতা বাংলাদেশের– একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা।
- আনুষ্ঠানিক শিৰার পরিবর্তে পেশাভিত্তিক শিৰার জন্য প্রয়োজন– বই রচনা করা।
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরৰরতা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে–

অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের।

- নিরৰরতা দূরীকরণের জন্য চালু করা যেতে পারে– শিৰা ব্যাংক।
- অৰরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ জনশক্তিতে পরিণত হবে– পেশাভিত্তিক শিৰা অর্জনের মাধ্যমে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৯. নিরৰরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম– (জ্ঞান)
ক শিৰাগত সমস্যা ● নাগরিক সমস্যা
গ সামাজিক সমস্যা ঘ রাষ্ট্রীয় সমস্যা

১৩০. নিরৰর ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোনটি প্রযোজ্য? (উচ্চতর দৰতা)
● তিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না
খ কোনো এক ভাষার বর্ণগুলো লিখতে পারেন
গ তিনি স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান নি
ঘ তিনি বড় অৰরের লেখা পড়তে পারেন

১৩১. ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরৰরতা দূর করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন মন্ত্রণালয়? (জ্ঞান)
ক শিৰা ● প্রাথমিক ও গণশিৰা
গ স্বাস্থ্য ঘ চিকিৎসা

১৩২. সরকারের প্রাথমিক ও গণশিৰা মন্ত্রণালয় কত সালে "সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলন" শুরু করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭৭ খ ১৯৮৭ ● ১৯৯৭ ঘ ২০০৭

১৩৩. সরকারের প্রাথমিক এবং গণশিৰা মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে নিচের কোন আন্দোলনটি শুরু করে? (জ্ঞান)
ক শিৰা বিস্তার ● সম্পূর্ণ সাৰরতা
গ নিরৰরতা দূরীকরণ ঘ গণশিৰা ও সাৰরতা

১৩৪. প্রাথমিক ও গণশিৰা মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলনের মাধ্যমে কত সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরৰরতা দূর করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? (জ্ঞান)
ক ২০১২ খ ২০১৩ ● ২০১৪ ঘ ২০১৫

১৩৫. বাংলাদেশে দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নিরৰরতার হার খুব বেশি হওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক শিৰা গ্রহণের সুযোগের অভাব ● অর্থনৈতিক দুরবস্থা
গ শিৰা গ্রহণের অনীহা ঘ অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করা

১৩৬. অনেক দরিদ্র শিৰার্থী কীসের অভাবে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না? (জ্ঞান)
ক মেধার খ সাহায্যের
● অর্থের ঘ ভালো প্রতিষ্ঠানের

১৩৭. বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোগে কোন ধরনের শিৰার্থীরা লেখাপড়া অব্যাহত রাখছে? (জ্ঞান)
● দরিদ্র অথচ মেধাবী খ ধনী এবং মেধাবী
গ ধনী অথচ প্রতিবন্ধী ঘ দরিদ্র এবং প্রতিবন্ধী

১৩৮. নিরৰরতা কী ধরনের সমস্যা? (জ্ঞান)
ক আন্তর্জাতিক খ ধর্মীয়
গ সামাজিক ● জাতীয়

১৩৯. আমাদের দেশের কত সংখ্যক লোক নিরৰর? (জ্ঞান)
● প্রায় অর্ধেক খ প্রায় অর্ধেকেরও বেশি
গ প্রায় এক–তৃতীয়াংশ ঘ প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ

১৪০. কাদের নিরৰরতা দূরীকরণের দায়িত্ব নিতে হবে? (অনুধাবন)
ক ধনীদের ● শিৰিতদের
গ শিৰকদের ঘ নেতাদের

১৪১. নিরৰরতা দূরীকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হবে কখন? (অনুধাবন)
ক সবাই আলাদাভাবে কাজ করলে
● সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে
গ শিৰিতরা সম্মিলিতভাবে কাজ করলে
ঘ নিরৰরেরা সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

১৪২. নিরৰরতা দূরীকরণে সরকার যথাযথ তথ্য সংগ্রহে কী ধরনের পদৰেপ গ্রহণ করতে পারে? (জ্ঞান)
ক কমিটি তৈরিকরণ ● টাস্কফোর্স গঠন
গ বিদ্যালয় অনুসন্ধান ঘ শিৰাসেল গঠন

১৪৩. গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিৰার জন্য কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করতে হবে? (জ্ঞান)
ক সরকারি ● বেসরকারি
গ স্বায়ত্তশাসিত ঘ সাংস্কৃতিক

১৪৪. বর্তমানে দেশে নিরৰতা দূরীকরণে কোন ধরনের শিৰার জন্য বই রচনা করা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক আনুষ্ঠানিক ● পেশাভিত্তিক
গ সাংস্কৃতিক ঘ উপানুষ্ঠানিক

১৪৫. বয়স্করা কোন শিৰা কিছুদিন পর ভুলে যেতে পারে? (জ্ঞান)
● আনুষ্ঠানিক খ উপানুষ্ঠানিক
গ পেশাভিত্তিক ঘ কর্মমুখী

১৪৬. কী ধরনের শিৰাদানের মাধ্যমে প্রত্যেক পেশার সঙ্গে নিরৰরদের পরিচিত করে তুলতে হবে? (জ্ঞান)
● কর্মমুখী খ পেশাভিত্তিক
গ আনুষ্ঠানিক ঘ প্রাতিষ্ঠানিক

১৪৭. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিচের কোনটি দূরীকরণের জন্য অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? (জ্ঞান)
ক দুর্নীতি খ সন্ত্রাস
গ বেকারত্ব ● নিরৰরতা

১৪৮. অনানুষ্ঠানিক হওয়া সত্ত্বেও নিরৰরদের বৃত্তি ও উপবৃত্তি দিতে হবে কেন? (অনুধাবন)
ক পরিবারের ভরণপোষণ করতে ● শিৰা গ্রহণে আগ্রহী করতে
গ নতুন পেশাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ঘ কৃত ঋণ পরিশোধ করতে

১৪৯. শিৰার্থী ঝরে পড়া বন্ধ করতে হলে কীসের প্রয়োজন? (অনুধাবন)
● আর্থিক সহায়তা খ শিৰার উপকরণ সহজলভ্য করা
গ খণ্ডকালীন কাজের ব্যবস্থা ঘ কর্মমুখী শিৰার ব্যবস্থা

১৫০. নিরৰরতা দূরীকরণের জন্য কী ধরনের ব্যাংক চালু করা যেতে পারে? (জ্ঞান)
ক আত্মকর্মসংস্থান ব্যাংক ● শিৰা ব্যাংক
গ কৃষি ব্যাংক ঘ শিৰা উন্নয়ন ব্যাংক

১৫১. কোনটি দূরীকরণের জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কাজে লাগাতে হবে? (জ্ঞান)
● নিরৰরতা খ বেকারত্ব
গ দারিদ্র্য ঘ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১৫২. নিচের কোন সংস্থাটি বাংলাদেশ থেকে নিরৰরতা দূরীকরণের জন্য কাজ করছে? (জ্ঞান)
ক দিশা বাংলাদেশ
খ ডাক দিয়ে যাই
● স্বনির্ভর বাংলাদেশ
ঘ আনন্দ মান্টিপারপাস কো–অপারেটিভ সোসাইটি

১৫৩. আমাদের বাসায় কেউ নিরৰর থাকলে আমরা কী করব? (জ্ঞান)
ক তাকে বাসার কাজে লাগাব খ তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করব
গ তাকে অর্থ সাহায্য দিব ● তাকে অৰরজ্ঞান দিব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৪. বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই– (অনুধাবন)
i. দরিদ্র ii. নিরৰর
iii. গ্রামে বাস করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫৫. যারা নিরৰর তারা– (অনুধাবন)
i. রাষ্ট্রের কোনো কাজে আসে না
ii. সমাজের কোনো কাজে আসে না
iii. সমাজের বোঝাস্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫৬. নিরৰর লোক দেখা যায়– (অনুধাবন)

i. নাটকপাড়ায় ii. গ্রামে
iii. শহরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৭. নিরক্ষরতা বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. যার কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই ii. যে তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না
iii. অশিক্ষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৮. নিরক্ষরদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহী করে তোলা যাবে– (অনুধাবন)
i. বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ii. উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে
iii. অনুদানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৯. নিরক্ষর মানুষের তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারকে– (অনুধাবন)
i. প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে
ii. টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে
iii. ভ্রাম্যমাণ আদালতের ওপর দায়িত্ব দিতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬০. নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ব্র্যাক ii. কেয়ার
iii. দিশা বাংলাদেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬১. নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে– (অনুধাবন)
i. সরকারের ii. নাগরিকের
iii. দাতাসংস্থাগুলোর
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬২. বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা জরুরি তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা
ii. কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
iii. অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৩ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজিজ মিয়া একটি মুদি দোকান থেকে বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে। তিনি পড়তে না পারার কারণে বুঝতে পারেন না যে, দোকানদার খাতায় কী কী লিখেছে। সপ্তাহ শেষে দোকানদার তাকে টাকার হিসাব দিলে তার মনে হয় তিনি প্রতারিত হচ্ছেন। তার হিসাবে টাকার পরিমাণ আরও কম হওয়ার কথা।

১৬৩. আজিজ মিয়ার প্রতারিত হওয়ার কারণ কী? (প্রয়োগ)
ক দরিদ্রতা ● নিরক্ষরতা
গ নগদে কেনাকাটা না করা ঘ দোকানদারকে বিশ্বাস করা

১৬৪. আজিজ মিয়ার মধ্যে পরিলক্ষিত সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা
ii. অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা
iii. শিক্ষা ব্যাংক চালু করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৫ ও ১৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৫১ জন লোক নিরক্ষর। এত বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। নিরক্ষরতা সামাজিক অভিশাপও বটে। নিরক্ষরতার কারণে বাংলাদেশের মানুষ অনগ্রসর। তাই দেশ ও জাতির কল্যাণে নিরক্ষরতা দূর করা প্রয়োজন।

১৬৫. উদ্দীপকে কীরূপ প্রকৃতির সমস্যার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক পারিবারিক খ রাজনৈতিক
● সামাজিক ঘ অর্থনৈতিক

১৬৬. উক্ত সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন
ii. নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি
iii. শিক্ষার জন্য ঋণ ও অনুদান প্রথা চালু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ খাদ্য নিরাপত্তা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯২

At a Glance

- খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায়– খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা– খাদ্য ভিত্তিক দারিদ্র্যের শিকার।
- সাম্প্রতিককালে উলেরখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে– বাংলাদেশের খাদ্য লভ্যতা।
- খাদ্যের নিরাপত্তার একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা হলো– খাদ্যের ভেজাল।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন– খাদ্য উৎপাদন, লভ্যতা ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর– ভেজাল খাদ্য।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৭. খাদ্য নিরাপত্তা কতটি বিষয়ের সমষ্টিকে বোঝায়? (জ্ঞান)
ক ৪ ● ৩ গ ২ ঘ ১

১৬৮. বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় কোন খাদ্যশস্যটির প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি? (জ্ঞান)
● চাল খ আলু
গ ডাল ঘ শাকসবজি

১৬৯. বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের মূল বিষয় কোনটি? (অনুধাবন)
ক অর্থের প্রাপ্যতা এবং মূল্যের স্থিতিশীলতা
খ কাজের প্রাপ্যতা এবং মূল্যের স্থিতিশীলতা
গ চালের সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক গতিশীলতা
● চালের সরবরাহ এবং মূল্যের স্থিতিশীলতা

১৭০. বর্তমানে বাংলাদেশের কত লোক খাদ্যভিত্তিক দরিদ্রতার শিকার? (জ্ঞান)
● অর্ধেক খ এক–চতুর্থাংশ
গ এক–পঞ্চমাংশ ঘ এক–তৃতীয়াংশ

১৭১. একজন মানুষের দৈনিক কত কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক ২০০০ খ ২১০০ ● ২১২২ ঘ ২২০০

১৭২. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিবেলার খাদ্যে কীসের প্রাধান্য থাকে? (জ্ঞান)
ক পানির খ শাকের ● শস্যের ঘ ফলের

১৭৩. দরিদ্র জনগোষ্ঠী যে ক্যালরি গ্রহণ করে তার মধ্যে শস্য হতে কত শতাংশ ক্যালরি আসে? (জ্ঞান)
ক ৬০ খ ৭০ ● ৮০ ঘ ৯০

১৭৪. পুরুষের তুলনায় পুষ্টিকর খাদ্যের বেশি প্রয়োজন কার? (জ্ঞান)
ক বয়স্কর ● শিশুর গ নারীর ঘ প্রতিবন্ধীর

১৭৫. জনগণের স্বল্প আয় দেশের স্বল্প উৎপাদনের উপর কীরূপ প্রভাব ফেলে? (প্রয়োগ)
ক ইতিবাচক খ পরিপূরক ● নেতিবাচক ঘ আশাব্যঞ্জক

১৭৬. জনগণের পক্ষে এদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য কেনা সম্ভব হয় না কেন? (অনুধাবন)
ক সচেতনতার অভাব খ শ্রমের মজুরি কম
● মাথাপিছু আয় কম ঘ লোকসংখ্যার আধিক্য

১৭৭. বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টিহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক খাদ্যের স্বল্পতা খ খাদ্য গ্রহণে ত্রুটি
গ শস্য জাতীয় খাবারের প্রাধান্য ● পুষ্টি জ্ঞানের অভাব

১৭৮. সঠিক স্বাস্থ্য উপযোগী খাদ্য বেছে নেওয়ার জন্য কী প্রয়োজন? (অনুধাবন)
ক অর্থ খ অবর জ্ঞান ● পুষ্টি জ্ঞান ঘ বাজার

১৭৯. বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে– (জ্ঞান)
ক দরিদ্র ● দরিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে
গ অসহায় ঘ কাজের আশায় দিন গুণছে

১৮০. বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাময়িক খাদ্যনিরাপত্তা অর্জন করে। এবেত্রে প্রযোজ্য কোনটি? (উচ্চতর দবতা)
ক মৌসুমে শস্য বিতরণ ● দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ
গ বার্ষিক ভাতা প্রদান ঘ উৎসবে সাহায্য প্রদান

১৮১. বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে সর্বাগ্রে কোন পদবেপটি গ্রহণ করা জরবরি? (উচ্চতর দবতা)
● সঠিক খাদ্যনীতি খ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
গ উন্নত কৃষি ব্যবস্থা তৈরি ঘ কৃষকের উন্নত কৃষি প্রশিবণ দান

১৮২. বাংলাদেশের খাদ্য নীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী? (অনুধাবন)
● দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা বিধান
খ সকল কৃষককে উন্নত কৃষি প্রশিবণ দেওয়া
গ দেশের সকল অনাবাদি জমিকে আবাদি জমির আওতায় আনা
ঘ উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করা

১৮৩. সরকার কর্তৃক খাদ্য মজুদ করে রাখে কেন? (অনুধাবন)
ক কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে
খ দেশে উৎপাদিত অতিরিক্ত শস্য সংরবণ করতে
গ দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ–সামগ্রী বিতরণ করতে
● জরবরি অবস্থায় খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সরবরাহ নিশ্চিত করতে

১৮৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সংকট মোকাবেলায় সরকার কোন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে? (অনুধাবন)
● খাদ্যনিরাপত্তা খ উপার্জনকারী দবতা
গ সামাজিক নিরাপত্তা ঘ শিবা ও স্বাস্থ্য

১৮৫. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মোট ব্যয়ের কত শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিগুলোতে? (জ্ঞান)
ক ৬৫% খ ৭৫% গ ৮৫% ● ৯৫%

১৮৬. VGD–এর পূর্ণ রূ প কী? (জ্ঞান)
ক Valuable Group development
খ Volentier Group development
● Vulnerable Group development
ঘ Vulnerable Group of development

১৮৭. VGF–এর পূর্ণ রূ প কী? (জ্ঞান)
ক Vulnerable Group of Feeding
● Vulnerable Group Feeding
গ Valuable Group of Feeding
ঘ Valurable Group Feeding

১৮৮. জমি অধিগ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে কোন দেশ? (জ্ঞান)
ক বাংলাদেশ খ নরওয়ে গ গায়ানা ● সিঙ্গাপুর

১৮৯. ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হলে কৃষককে সর্বপ্রথম কী দিতে হবে? (উচ্চতর দবতা)
ক কৃষিজাত যন্ত্রপাতি খ সার ও উন্নতবীজ
● কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ ঘ উন্নত কৃষি প্রশিবণ

১৯০. স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনশীল জাতি উপহার দিতে কোনটির প্রয়োজন? (অনুধাবন)
ক খাদ্যের ভোগ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা
খ খাদ্যের লভ্যতা ও ভোগ নিশ্চিত করা
● খাদ্যের গুণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
ঘ খাদ্যের গুণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা

১৯১. নিচের কোনটি খাদ্যনিরাপত্তায় একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা? (অনুধাবন)
● খাদ্যে ভেজাল খ যথাযথভাবে সংরবণ না করা
গ অনুন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ঘ আবাদি জমির অপ্রতুলতা

১৯২. ভেজাল নিয়ন্ত্রণে কোন পদবেপটি জরবরি? (অনুধাবন)
ক খাদ্য সচেতনতা সৃষ্টি ● সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি
গ পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি ঘ বাজার সচেতনতা সৃষ্টি

১৯৩. কত সাল পর্যন্ত দেশের ৪৪ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্রসীমার নিচে বাস করত? (জ্ঞান)
● ২০০০ খ ২০০৩ গ ২০০৫ ঘ ২০০৭

১৯৪. ২০০৫ সাল পর্যন্ত এদেশের কত শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত? (জ্ঞান)
ক ৪৪ খ ৪২ ● ৪০ ঘ ৩৮

১৯৫. কত সালে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যসীমার হার কমে তা ৪০ শতাংশে এসে পৌঁছেছে? (জ্ঞান)
ক ২০০২ খ ২০০৩ গ ২০০৪ ● ২০০৫

১৯৬. ব্যক্তিগতভাবে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের করণীয় কী?
ক শস্য উৎপাদনে আগ্রহী হওয়া খ বাইরের খাবার না খাওয়া
গ রান্নার সময় সতর্ক থাকা ● খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হওয়া

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৭. খাদ্যনিরাপত্তা বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. খাদ্যের প্রাপ্যতা
ii. খাদ্য ক্রয় করার ৰমতা
iii. খাদ্যের পুষ্টিগুণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৮. বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় যেহেতু চালের প্রাধান্য বেশি, সেহেতু খাদ্যনিরাপত্তার মূল বিষয় হলো– (প্রয়োগ)
i. উন্নত চালের উৎপাদন
ii. চালের সরবরাহ
iii. মূল্যের স্থিতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৯. আমাদের দেশের মানুষ খাদ্য হিসেবে যে খাবারগুলো খুব সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করে থাকে তা হলো– (অনুধাবন)
i. চর্বি জাতীয় ii. আমিষ জাতীয়
iii. প্রোটিনযুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০০. বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ হলো– (প্রয়োগ)
i. কম খাদ্য উৎপাদন ii. জনগণের আয় কম
iii. পুষ্টি জ্ঞানের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০১. বাংলাদেশে খাদ্য লভ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে– (প্রয়োগ)
i. উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ii. আমদানির ফলে
iii. সচেতনতার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০২. সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের খাদ্যলভ্যতা উলেরখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খাদ্যলভ্যতায় অবদান রয়েছে– (অনুধাবন)
i. খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির
ii. খাদ্যশস্যের রপ্তানি বৃদ্ধির
iii. খাদ্যশস্যের আমদানি বৃদ্ধির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৩. খাদ্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বাংলাদেশের অর্ধেক জনগণ যেসব সমস্যায় জর্জরিত তা হলো– (উচ্চতর দবতা)
i. খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা ii. দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্যালরি ঘাটতি
iii. খাদ্যভিত্তিক দরিদ্রতার শিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৪. খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা

ii. খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
iii. জনগণের আয় বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৫. সম্প্রতি যেসব দেশ জমি অধিগ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা হলো– (অনুধাবন)
i. চীন ii. ভারত
iii. বাংলাদেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৬. একটি কৃষক পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তা নির্ভর করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের ওপর
ii. প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তির ওপর
iii. বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য স্থিতিশীলতার ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৭. দরিদ্র পরিবারে জন্ম রত্নার। তাই স্বভাবতই সে বঞ্চিত হয়– (প্রয়োগ)
i. চর্বি জাতীয় খাবার হতে ii. শর্করা জাতীয় খাবার হতে
iii. প্রোটিনযুক্ত খাবার হতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii ● i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৮. খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেওয়ার যথার্থ কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কম খাদ্য উৎপাদন
ii. জনগণের আয় কম
iii. পুষ্টিজ্ঞানের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ত্রাণ প্রদান করা
ii. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
iii. আয় উপার্জনকারী দক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১০. খুব ভালোভাবে প্রকৃত দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে– (অনুধাবন)
i. VGD
ii. Food for Education
iii. VGF
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১১. জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য লভ্যতা নির্ভরশীল– (অনুধাবন)
i. বাজারের দক্ষতার উপর
ii. সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার উপর
iii. অবকাঠামোর উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১২ ও ২১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুরবজ আলি তার স্বল্প জমিতে যে প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদন করেন, তা দ্বারা বছরের ৭–৮ মাস চলে। বছরের বাকি সময়ে পর্যাপ্ত খাদ্য ক্রয়ে তাকে হিমশিম খেতে হয়। তাই তার পরিবার খাদ্য হিসেবে শাকসবজির ওপরই অধিক নির্ভরশীল।

২১২. সুরবজ সাহেবের পরিবারে নিচের কোনটি লক্ষ করা যায়? (প্রয়োগ)
ক চরম দারিদ্র্য ● খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা
গ চরম খাদ্যাভাব ঘ সুষম খাদ্যের পর্যাপ্ততা

২১৩. উক্ত বিষয়টির ফলে সুরবজ আলির সদস্যরা– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্যালরি গ্রহণ করতে পারে না
ii. তারা পর্যাপ্ত পুষ্টি থেকে বঞ্চিত
iii. প্রোটিন জাতীয় খাবার খুব কমই গ্রহণ করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১৪ ও ২১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
উজ্জ্বল ৩ বছর বয়সী। দরিদ্র হওয়ায় তার পরিবারের সদস্যরা চর্বি, তেল এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্য সামান্যই গ্রহণ করে। উজ্জ্বলকে শুধু দুধ দেওয়া হয়।

২১৪. উজ্জ্বলের জন্য কী প্রয়োজন? (প্রয়োগ)
● পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ খ চিকিৎসা গ্রহণ
গ বিদ্যালয়ে গমন ঘ কাজ করা

২১৫. উদ্দীপকের আলোচনায় যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সমতাহীনতা
ii. খাদ্যভিত্তিক দরিদ্রতা
iii. পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পরিবেশগত দুর্যোগ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯৪

At a Glance

- মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে তখনই সৃষ্টি হয়– পরিবেশের দুর্যোগ।
- স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি– সুষ্ঠু প্রাকৃতিক পরিবেশ।
- জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে– পানি দূষিত হয়।
- একটি দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন– ২৫ ভাগ বন।
- বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে আবির্ভূত হয়েছে– জলবায়ু পরিবর্তন।
- বাংলাদেশের উন্নয়নে জরুরি– পরিবেশ সংরক্ষণ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৬. আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি কোনটি? (অনুধাবন)
● সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ খ পরিবেশ
গ সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ঘ সমাজ

২১৭. মানুষ যখন পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখন কী সৃষ্টি হয়? (প্রয়োগ)
ক অক্সিজেনের অভাব খ কার্বন ডাইঅক্সাইডের অভাব
গ পানি ও বায়ুদূষণ ● পরিবেশগত দুর্যোগ

২১৮. পরিবেশ দূষিত হওয়ার জন্য দায়ী কারা? (অনুধাবন)
● মানুষ খ চোরাকারবারিরা
গ বন্যপ্রাণীরা ঘ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২১৯. নগরের শিল্প–কারখানাগুলো কোনটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
ক আবাসিক এলাকাকে কেন্দ্র করে
খ সরকারি অফিসগুলোকে কেন্দ্র করে
গ কাঁচামালের বাজারকে কেন্দ্র করে
● কোনো জলাধারকে কেন্দ্র করে

২২০. শিল্প–কারখানার দ্বারা কীভাবে নদীর পানি দূষিত হয়? (অনুধাবন)
ক কাঁচামাল নদীতে ধোয়ার মাধ্যমে
খ কারখানায় ব্যবহৃত পানি নদীতে মিশে
● কারখানার বর্জ্য নদীর পানিতে মিশে
ঘ কারখানার মেশিনের পোড়া তেল নদীর পানিতে মিশে

২২১. নিচের কোন নদীটি জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত? (জ্ঞান)
ক পদ্মা খ মেঘনা গ কর্ণফুলী ● বুড়িগঙ্গা

২২২. চট্টগ্রামের কোন নদীটি মারাত্মক দূষণের শিকার? (জ্ঞান)
ক নাফ ● কর্ণফুলী গ ফেনী ঘ শীতলক্ষ্যা

২২৩. মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর পাশে প্রতিষ্ঠিত কোন কারখানা সে এলাকার পানি, জমি ও বায়ু দূষিত করছে? (জ্ঞান)
● সিমেন্ট খ ওষুধ গ পোশাক ঘ সার

২২৪. বনাঞ্চল হ্রাসের জন্য কোনটি দায়ী? (অনুধাবন)
ক জমি চাষ ● ইট ভাটা গ পাখি নিধন ঘ খাল কাটা

২২৫. পাহাড়ি অঞ্চলে বন ও জঙ্গল ধ্বংস করা হচ্ছে কেন? (অনুধাবন)
● জুম চাষ করার জন্য খ চা বাগান করার জন্য

ⓖ বসতি নির্মাণ করার জন্য ⓘ পাহাড়ি ধস রোধ করার জন্য

২২৬. একটি দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সেদেশের আয়তনের কতভাগ বন থাকা প্রয়োজন? (জ্ঞান)

ⓚ ২০ ● ২৫ ⓖ ৩০ ⓘ ৩৫

২২৭. আমাদের দেশের বনাঞ্চলের মোট পরিধি শুরুর অবস্থায় কত ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ১০ শতাংশ ⓛ ১৭ শতাংশ ● ২০ শতাংশ ⓘ ২৫ শতাংশ

২২৮. এদেশের বনাঞ্চলের পরিধি ২০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে কত শতাংশে পৌঁছেছে? (জ্ঞান)

ⓚ ৩ ⓛ ৪ ● ৬ ⓘ ১০

২২৯. কোন প্রজাতির শস্য, মাছ, উদ্ভিদ আজ এদেশে সর্বাত্মক হুমকির সম্মুখীন? (জ্ঞান)

ⓚ বিদেশি ⓛ মিশ্র ⓖ আধুনিক ● দেশীয়

২৩০. পরিবেশ আন্দোলনের চাপে সরকার কোন অপচনশীল দ্রব্যটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে? (জ্ঞান)

● পলিথিন ব্যাগ ⓛ পরাস্টিক ব্যাগ
ⓖ নাইলন সুতার ব্যাগ
ⓘ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের পরাস্টিক জাতীয় মোড়ক

২৩১. সরকার কোন ধরনের ব্যাগ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে? (জ্ঞান)

ⓚ পাটের ● পলিথিনের ⓖ চামড়ার ⓘ কাগজের

২৩২. বিভিন্ন পণ্যের মোড়ক হিসেবে কোনটির ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে? (জ্ঞান)

ⓚ পলিথিন ব্যাগের ● পরাস্টিকের
ⓖ কাগজের ⓘ পাটের

২৩৩. মাত্র একবার ব্যবহার উপযোগী উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে কোন ক্ষেত্রে? (জ্ঞান)

ⓚ শিল্প ⓛ শিক্ষা ⓖ কৃষি ● চিকিৎসা

২৩৪. আমাদের দেশে বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সাধারণ বর্জ্যের সাথে মিশে যায় কেন? (অনুধাবন)

● পৃথক ও সুষ্ঠু অপসারণ ব্যবস্থার অভাবে
ⓛ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সচেতনতার অভাবে
ⓖ আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে
ⓘ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উদাসীনতায়

২৩৫. বর্তমানে বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে কোনটির? (জ্ঞান)

ⓚ নদ নদী ভরাট হওয়া ⓛ ব্যাপক নদী ভাঙন
● জলবায়ুর পরিবর্তন ⓘ ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২৩৬. আমাদের দেশে জমিতে লবণাক্ততার প্রসার ঘটার কারণ কী? (অনুধাবন)

ⓚ নদীপ্রবাহের চরমভাবাপন্নতা ⓛ কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার ঘটা
● সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ⓘ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি

২৩৭. জলবায়ুর পরিবর্তন দেশের ওপর কী প্রভাব ফেলে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ⓚ পরিবেশগত দুর্যোগ হ্রাস পায়
ⓛ বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়
ⓖ দেশের নদ নদী ভরাট হতে থাকে
● দেশ সামগ্রিকভাবে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে

২৩৮. দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটি বাংলাদেশের জন্য আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে? (জ্ঞান)

ⓚ নদী খনন করা ⓛ দারিদ্র্য নিরসন
● প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ⓘ জলবায়ুর পরিবর্তন

২৩৯. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষণ জরুরি কেন? (অনুধাবন)

ⓚ বাসস্থানের জন্য ⓛ পর্যটনের জন্য
ⓖ খাদ্যের জন্য ● উন্নয়নের জন্য

২৪০. পরিবেশগত দুর্যোগজনিত সমস্যা এদেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে কেন? (অনুধাবন)

ⓚ জনসংখ্যার অসম বণ্টনের কারণে ⓛ সমুদ্র উপকূলবর্তী অবস্থানের কারণে
● জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে ⓘ বনাঞ্চলের দ্রুত অবক্ষয়ের কারণে

২৪১. পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবিলায় কী ধরনের কারখানাগুলো বন্ধ ঘোষণা করতে হবে? (অনুধাবন)

ⓚ বৃহৎ শিল্প কারখানা ⓛ মাঝারি শিল্প কারখানা
ⓖ শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠা কারখানা ● অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কারখানা

২৪২. কোন এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না? (জ্ঞান)

● আবাসিক ⓛ অনাবাদী ⓖ নিম্নভূমি ⓘ পাহাড়ি

২৪৩. কোন আন্দোলনটি জোরদার করলে পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলায় তা সহায়ক হবে? (জ্ঞান)

● বৃক্ষরোপণ ⓛ সাংস্কৃতিক ⓖ সাক্ষরতা ⓘ সামাজিক

২৪৪. পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় কোন ধরনের সার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে? (অনুধাবন)

ⓚ রাসায়নিক ⓛ নাইট্রোজেন ● জৈব ⓘ গোবর

২৪৫. পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে কাদের উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে? (অনুধাবন)

ⓚ সুশীল সমাজকে ⓛ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে
● জনগণকে ⓘ গ্রামবাসীকে

২৪৬. পলিথিনের ব্যাগ কোথায় ফেলা অনুচিৎ? (অনুধাবন)

● আশপাশের ড্রেনে ⓛ এলাকার ডাস্টবিনে
ⓖ বর্জ্যবাহী ভ্যানে ⓘ সংরক্ষিত স্থানে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪৭. পরিবেশের উপাদানগুলো হলো– (অনুধাবন)

i. মাটি
ii. গাছপালা
iii. নদ নদী

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৪৮. মানুষ পরিবেশ নষ্ট করছে– (অনুধাবন)

i. শিল্প–কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে
ii. গাছপালা কেটে, বন উজাড় করে
iii. জমিতে অতিমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৪৯. সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। কারণ এটা– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভিত্তি
ii. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি
iii. মানব সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মূল ভিত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫০. পরিবেশ বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বনাঞ্চল হ্রাস করা
ii. জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধি
iii. জমিতে অতিমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫১. পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দূষিত হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. গাছপালা কেটে ফেলায়
ii. বন উজাড় করে ফেলায়
iii. শিল্পকারখানা গড়ে তোলায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫২. ঢাকার ব্যবহারের অনুপযোগী হয়েছে– (অনুধাবন)

i. বুড়িগঙ্গার পানি ii. কর্ণফুলীর পানি
iii. তুরাগের পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৩. বুড়িগঙ্গার মতো একই পরিণতির দিকে যাচ্ছে– (অনুধাবন)

i. শীতলক্ষ্যা ii. তুরাগ
iii. বালু নদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৪. বন উজাড় করলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পানি দূষিত হতে পারে ii. বায়ু দূষিত হতে পারে
iii. মাটি দূষিত হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৫. পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী– (অনুধাবন)
i. ইটের ভাটার জ্বালানি
ii. শিল্পকারখানার বর্জ্য
iii. জুম চাষ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৬. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. গাছ ii. মাছ
iii. উদ্ভিদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মানুষ হতে পারে– (প্রয়োগ)
i. বাস্তুহারা ii. জীবিকাহারা
iii. সজ্জীহারা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫৮ ও ২৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর তীরে অপরিকল্পিতভাবে সিমেন্ট কারখানাসহ আরও কিছু শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব কারখানার বর্জ্য নদীর পানিতে মিশছে এবং বিষাক্ত কালো ধোঁয়া বাতাসে মিশছে। এতে এ এলাকার পরিবেশ অনেকটা পাল্টে গেছে।

২৫৮. মুন্সিগঞ্জের এ এলাকায় বর্তমানে কী ধরনের দুর্যোগ বিরাজ করছে? (প্রয়োগ)
ক প্রাকৃতিক ● পরিবেশগত
গ রাজনৈতিক ঘ শান্তি–শৃঙ্খলা

২৫৯. প্রতিষ্ঠিত এসব কারখানা মুন্সিগঞ্জের এ এলাকার পরিবেশকে যে সকল দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পানিদূষণ ii. বায়ুদূষণ
iii. বন ও জীববৈচিত্র্যের হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ সন্ত্রাস ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯৬

At a Glance

- বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্য সাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করাই– সন্ত্রাসের মূলকথা।
- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়– অপরাধী চক্রের দ্বারা।
- সন্ত্রাস সংঘটিত হয়– দুটি কারণে।
- সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে আবশ্যক– কঠোর আইন প্রণয়ন করা।
- বাংলাদেশে প্রায় ১৪০০ মানুষের জন্য রয়েছে– একজন পুলিশ কর্মকর্তা।
- নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক বোধ জাগ্রত করতে হবে– শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে।
- সন্ত্রাস দমনে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে– জনগণের সচেতন প্রতিরোধ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬০. জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা বা চেষ্টা করাকে কী বলে? (অনুধাবন)
● সন্ত্রাস খ দুর্নীতি
গ নির্যাতন ঘ সামাজিক অরাজকতা

২৬১. দুষ্কৃতিকারীরা– (অনুধাবন)
ক রাষ্ট্রবিরোধী ● সমাজবিরোধী
গ চেতনাবিরোধী ঘ জীবনবিরোধী

২৬২. বঞ্চিত শ্রেণির মানবাধিকার রক্ষায় পরিচালিত কোন ধরনের কর্মকাণ্ড সন্ত্রাস হিসেবে বিবেচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নরমপন্থী ● চরমপন্থী
গ চাঁদা গ্রহণ ঘ মানবক্ষন্ধন

২৬৩. অধিকার আদায়ের জন্য কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করলে তা সন্ত্রাস হবে? (অনুধাবন)
● সহিংস খ অহিংস গ সচেতনতামূলক ঘ নীতিমূলক

২৬৪. কারা সংগঠিতভাবে সন্ত্রাস চালায়? (জ্ঞান)
ক রাজনৈতিক ক্যাডাররা খ নেশাগ্রস্ত কিশোরেরা
গ বেকার যুবকেরা ● অপরাধী চক্ররা

২৬৫. কোন ধরনের সন্ত্রাসে মূল হোতা বা শীর্ষ নেতা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে? (জ্ঞান)
● অপরাধী চক্রের খ রাজনৈতিক
গ আদর্শভিত্তিক ঘ রাষ্ট্রীয়

২৬৬. খুন, চাঁদাবাজি, ছিনতাই এসব কর্মকাণ্ড কোন ধরনের সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)
ক রাষ্ট্রীয় খ আদর্শভিত্তিক
গ রাজনৈতিক ● অপরাধী চক্রের দ্বারা সংঘটিত

২৬৭. কোনো দল বা সংগঠন শ্রেণি সংগ্রামের নামে সহিংস কর্মতৎপরতা চালালে তাক কী বলে? (অনুধাবন)
ক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস খ আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস
● রাজনৈতিক সন্ত্রাস ঘ অপরাধীচক্রের দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাস

২৬৮. রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হলে তাকে কোন ধরনের সন্ত্রাস বলে? (অনুধাবন)
● রাজনৈতিক খ আদর্শভিত্তিক
গ রাষ্ট্রীয় ঘ অপরাধী চক্রের দ্বারা সংঘটিত

২৬৯. কোনো গোষ্ঠী তাদের সুনির্দিষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়, তা কোন প্রকার সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক রাষ্ট্রীয় খ রাজনৈতিক
● আদর্শভিত্তিক ঘ অপরাধীচক্রের দ্বারা সংঘটিত

২৭০. ধর্মের নামে চূড়ান্ত ধর্মবিরোধী কাজ হয়ে থাকে কোন ধরনের সন্ত্রাসে? (জ্ঞান)
ক রাজনৈতিক ● আদর্শভিত্তিক গ রাষ্ট্রীয় ঘ ধর্মভিত্তিক

২৭১. ইসরাইল রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের জনগণের ওপর যে দমন পীড়ন চালায় তাকে কী বলা যেতে পারে? (অনুধাবন)
ক রাজনৈতিক সন্ত্রাস খ আদর্শ ভিত্তিক সন্ত্রাস
গ নৈতিক সন্ত্রাস ● রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

২৭২. সম্প্রতি মিয়ানমারে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যে সহিংস আক্রমণ পরিচালিত হলো, তা কোন ধরনের সন্ত্রাস? (প্রয়োগ)
ক রাজনৈতিক খ আদর্শ ভিত্তিক
গ নৈতিক ● রাষ্ট্রীয়

২৭৩. সাধারণত সন্ত্রাস কয়টি কারণে সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২৭৪. কখন সমাজে একশ্রেণি অধিক ধনী হয় এবং একশ্রেণি অধিক গরিব হতে থাকে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● সম্পদের অসম বণ্টন হলে
খ সামাজিক মূল্যবোধের অবনতি ঘটলে
গ শিক্ষার হার কমে গেলে
ঘ সমাজব্যবস্থার ভাঙন দেখা দিলে

২৭৫. নিম্ন আয়ের পরিবারে কেউ কেউ ক্ষুধা নিবৃত্তি, দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে এবং অল্প সময়ে অধিক সম্পদ উপার্জন করতে কোন পথ বেছে নেয়? (অনুধাবন)
● সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খ ধোঁকাবাজি করার
গ কৃষি খামার করার ঘ শহরমুখী হওয়ার

২৭৬. আমাদের দেশে বেকারত্ব কোন ধরনের ব্যাধি? (অনুধাবন)
ক পারিবারিক ● সামাজিক গ রাষ্ট্রীয় ঘ জাতীয়

২৭৭. অসাধু রাজনীতিবিদরা সন্ত্রাসীদের লালনপালন করে কেন? (অনুধাবন)

ক ৰমতা বৃদ্ধির জন্য
খ দলকে শক্তিশালী করার জন্য
গ বিরোধী পৰকে প্রতিহত করার জন্য
● ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য

২৭৮. কোন ধরনের রাজনীতি সন্ত্রাসের জন্ম দেয়? (অনুধাবন)
● দলীয় স্বার্থের ⓚ দলীয় আদর্শের
গ ধর্মীয় আদর্শের ঘ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের

২৭৯. বাংলাদেশে প্রায় ১৪০০ মানুষের জন্য কয়জন পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছে? (জ্ঞান)
● ১ ⓚ ২ গ ৩ ঘ ৪

২৮০. প্রশাসন অনেক সময় নীরব ভূমিকা পালন করে কেন? (অনুধাবন)
ক পর্যাপ্ত ৰমতার অভাবে
খ প্রশাসনের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার প্রভাবে
● রাজনৈতিক চাপের কারণে
ঘ প্রশাসনের জনবল কম থাকার কারণে

২৮১. 'ক' নামক একটি দলের কর্মীকে মাদকাসক্ত অবস্থায় পুলিশ গ্রেফতার করার ৩ ঘণ্টা পর এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নির্দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে কোন বিষয়টি লৰণীয়? (উচ্চতর দৰতা)
ক রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা খ প্রশাসন দুর্নীতিবাজ
● সুশাসনের অভাব ঘ পুলিশ বিভাগের ৰমতার অভাব

২৮২. কোনটি সন্ত্রাসের বহিস্থ কারণ হিসেবে গণ্য? (অনুধাবন)
ক সুশাসনের অভাব ● অবৈধ অস্ত্রের যোগান
গ অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘ সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি

২৮৩. বাংলাদেশে সন্ত্রাস একটি– (জ্ঞান)
ক অর্থনৈতিক ব্যাধি খ রাজনৈতিক ব্যাধি
গ রাষ্ট্রীয় ব্যাধি ● সামাজিক ব্যাধি

২৮৪. আইনকে উপেৰা করে প্রকাশ্য দিবালোকে ও জনসম্মুখে আইন পরিপন্থী কাজ করাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ক বিদ্রোহ ● সন্ত্রাস গ অপরাধ ঘ আন্দোলন

২৮৫. সন্ত্রাস দমনের জন্য সন্ত্রাসীর কীরূ প শাস্তি হওয়া উচিৎ? (অনুধাবন)
ক সহনীয় ● চরম গ আর্থিক দণ্ড ঘ মানসিক

২৮৬. বেকারদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে কোনটি উৎস ব্যবস্থা? (জ্ঞান)
ক শিৰিত ভাতা খ বয়স্ক ভাতা ● বেকার ভাতা ঘ কর্ম ভাতা

২৮৭. সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধে কী ধরনের শিৰার ব্যবস্থা করার দরকার? (অনুধাবন)
ক কর্মমুখী খ সাধারণ গ আনুষ্ঠানিক ● নৈতিক

২৮৮. কোনো রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসীদের মদদ দিলে কী করা কর্তব্য? (প্রয়োগ)
ক দলটির আর্থিক জরিমানা ● দলটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল
গ দলটির নেতৃত্ব বদল ঘ দলটির উপর নজরদারি

২৮৯. সন্ত্রাস একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনে কোন পদৰেপকে তুমি অধিক কার্যকর বলে মনে কর? (উচ্চতর দৰতা)
ক প্রশাসন পুনর্গঠন
খ পুলিশের ৰমতা বৃদ্ধি
গ সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন
● গণসচেতনতা ও যৌথভাবে প্রতিরোধ করা

২৯০. সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধে তোমার কর্তব্য কী? (প্রয়োগ)
● আইন–শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করা
খ সামাজিক মূল্যবোধ অবজ্ঞা করা
গ অবৈধ অস্ত্রের সন্ধান জানা
ঘ সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯১. সন্ত্রাসের মূল কথা হলো– (অনুধাবন)
i. বল প্রয়োগের দ্বারা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা
ii. বল প্রয়োগের ভিত্তি প্রদর্শন করে উদ্দেশ্য সাধন করা
iii. মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে স্বার্থ হাসিল করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯২. অপরাধী চক্রের সংগঠিত সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)
i. ছিনতাই করা ii. চাঁদাবাজি করা
iii. মানুষ খুন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯৩. নিম্ন আয়ের পরিবারে কেউ কেউ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার কারণ হলো– (প্রয়োগ)
i. দারিদ্র্য কাটিয়ে ওঠা ii. ধনীদের প্রতি ৰোভ
iii. স্বল্প সময়ে অধিক উপার্জন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯৪. সাধারণত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে দেখা যায়– (অনুধাবন)
i. রাজনীতির নামে
ii. রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়
iii. সুনির্দিষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠার লৰ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. দুর্বল প্রশিৰণ ii. পুরনো অস্ত্র
iii. পুলিশ ও জনসংখ্যার ভারসাম্যহীন অনুপাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯৬. সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হলে প্রয়োজন– (উচ্চতর দৰতা)
i. পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন ii. রাজনৈতিক আশ্রয় না দেওয়া
iii. গণসচেতনতা ও যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯৭. রাজনৈতিকভাবে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হলে যে পদৰেপ গ্রহণ করা জরুরি তা হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ছাত্রদেরকে প্রত্যৰ রাজনীতি থেকে বিরত রাখা
ii. সন্ত্রাসীদেরকে কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক আশ্রয় না দেওয়া
iii. সন্ত্রাসীদের লালন–পালনকারী দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯৮. নিচের যে বিষয়গুলো সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার পরিপন্থী বলে গণ্য, তা হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ii. মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা
iii. আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদাসীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯৯. বাংলাদেশে সন্ত্রাসী সৃষ্টি হওয়ার কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. দরিদ্রতা ii. শহরায়ণ ও নগরায়ণ
iii. অন্ধঅণুকরণ ও মেলামেশার প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০০. আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাসী দেখা যায়– (উচ্চতর দৰতা)
i. মুসলমানদের মধ্যে ii. হিন্দুদের মধ্যে
iii. খ্রিস্টানদের মধ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০১. সন্ত্রাসীরা মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে– (উচ্চতর দৰতা)
i. খুন করে ii. চাঁদাবাজি করে
iii. বিভিন্ন অপকর্ম করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০২ ও ৩০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তুরাগ ছোটবেলায় এলাকার মানুষের বিভিন্ন জিনিস চুরি করত। সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার অপরাধের পরিধিও বাড়তে থাকে। একসময় সে একটি বাহিনীও তৈরি করে। এখন সে এই বাহিনী দ্বারা চাঁদাবাজি, ছিনতাই, খুনসহ বিভিন্ন ধরনের বড় বড় অপরাধ করছে।

৩০২. তুরাগের এসব কর্মকাণ্ড কোন প্রকার সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক রাজনৈতিক খ রাষ্ট্রীয়
গ আদর্শভিত্তিক ● অপরাধীচক্রের দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাস

৩০৩. তুরাগের এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন
ii. সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
iii. গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও যৌথভাবে প্রতিরোধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৪ ও ৩০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব 'ক' একজন সরকারি সাবেক আমলা। তিনি বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তার অবসর গ্রহণের কিছুদিন পর সরকারিভাবে তার নামে দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় বেশ আলোচনা সমালোচনা চলেছে। জনাব 'ক' এখন জেলে আছেন। তার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে।

৩০৪. জনাব 'ক' –এর মতো এমন পরিস্থিতি এড়াতে– (প্রয়োগ)
i. সরকার প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবে
ii. জনগণ সচেতন হবে
iii. কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৫. জনাব 'ক' –এর এমন পরিণতির কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ক্ষমতার অপব্যবহার খ অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী প্রদান
গ যোগ্য লোকের নিয়োগ ঘ স্বজনপ্রীতি

➲ নারী নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯৯

- নারীর বিরুদ্ধে যা সংঘটিত হয় তাই– নারী নির্যাতন।
- নারীর স্থান হচ্ছে– সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে।
- অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা নারীর অবস্থানকে সমাজ ও পরিবারে– শক্ত করে।
- নারী নির্যাতন রোধে দরকার– আইনের কঠোর বাস্তবায়ন।
- নারীদের জন্য রাষ্ট্র এবং বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক দিতে হবে– আইনি সহায়তা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০৬. কোন ঘোষণায় 'নারী নির্যাতন' কে স্পষ্ট সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক আজ্কারা ● বেইজিং গ ইস্তাম্বুল ঘ টোকিও

৩০৭. নারী নির্যাতনের একটি ধরন হচ্ছে– (অনুধাবন)
● কন্যাশিশুদের উপেক্ষা খ কন্যাশিশুদের শাসন
গ কন্যাশিশুদের কাজ করানো ঘ কন্যাশিশুদের দেখাশোনা

৩০৮. বাংলাদেশে নারীদের নির্যাতনের অন্যতম কারণ হলো– (অনুধাবন)
● যৌতুক খ অশিক্ষা
গ বাল্যবিবাহ ঘ শারীরিক দুর্বলতা

৩০৯. যুগ যুগ ধরে চলে আসছে– (জ্ঞান)
● নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য খ পুরুষের উপর নারীর আধিপত্য
গ সমাজের ওপর পুরুষের আধিপত্য ঘ সমাজের উপর নারীর আধিপত্য

৩১০. নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষেরা কী মনে করে? (অনুধাবন)
ক নারী পুরুষের সেবা করবে ● নারী নিজেকে রক্ষায় অক্ষম
গ নারী কেবল উপার্জন করবে ঘ নারী নিজেকে সাজাতে অক্ষম

৩১১. যুগ যুগ ধরে পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর স্থান কোথায়? (জ্ঞান)
ক কেবল সন্তানদের মাঝে খ শ্বশুর বাড়ির মধ্যে
গ কর্মের চৌহদ্দির মধ্যে ● সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে

৩১২. নারীর কোন অবস্থাকে পুঁজি করে যুগে যুগে পুরুষেরা নারীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে? (জ্ঞান)
ক মানসিক গঠন খ নৈতিক গঠন
● শারীরিক গঠন ঘ আচরণিক গঠন

৩১৩. বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে নারীরা অবহেলিত ও নির্যাতিত। এরই মাঝে কোন নারীদের অবস্থা কিছুটা উন্নত? (প্রয়োগ)
● শিক্ষিত খ ধনী গ কর্মজীবী ঘ শ্রমজীবী

৩১৪. কোন ধরনের আত্মনির্ভরশীলতা নারীর অবস্থানকে পরিবারে ও সমাজে শক্ত করে?
ক নৈতিক খ শিক্ষাগত ● অর্থনৈতিক ঘ আচরণিক

৩১৫. আমাদের দেশের অধিকাংশ বিবাহিত নারী কার আয়ের ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
● স্বামী খ বাবা গ ভাই ঘ শ্বশুর

৩১৬. আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারই– (জ্ঞান)
ক ধনী ● দরিদ্র গ স্বচ্ছল ঘ একক

৩১৭. দরিদ্র পরিবারের নারীরা কী থেকে বঞ্চিত হয়? (জ্ঞান)
● শিক্ষার আলো খ খাদ্য গ বস্ত্র ঘ চিকিৎসা

৩১৮. নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা গেলে কী নিশ্চিত হবে? (অনুধাবন)
ক নারীর কর্মসংস্থান খ নারীর নিরাপত্তা
গ নারীর মর্যাদা ● নারীর ক্ষমতায়ন

৩১৯. নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি দিতে কোনটি প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক অধিক নারী পুলিশ ● বিশেষ আদালত স্থাপন
গ প্যারোল ঘ নারী নির্যাতন প্রতিরোধকারী এনজিও

৩২০. নারী নির্যাতন রোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনা কীরূপ হওয়া উচিৎ? (অনুধাবন)
● গুরুত্ববহ খ সাধারণ গ বিশেষ ঘ সংক্ষিপ্ত

৩২১. ছাত্রছাত্রীদের নারী নির্যাতন সম্পর্কে কীরূপ বোধ গড়ে তুলতে হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক এটি সামাজিক অপরাধ খ এটি মানবিক অপরাধ
● এটি ঘৃণ্যতম অপরাধ ঘ এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ

৩২২. দরিদ্র নারীরা নির্যাতিত হলেও আদালতে যেতে পারে না কেন? (অনুধাবন)
ক সময়ের অভাবে খ সচেতনতার অভাবে
● অর্থের অভাবে ঘ লোকলজ্জার ভয়ে

৩২৩. রাষ্ট্র ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক কাদের আইনি সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে? (জ্ঞান)
ক কর্মজীবী নারীদের খ কর্মজীবী মায়েদের
● দরিদ্র নারীদের ঘ দরিদ্র মায়েদের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২৪. দরিদ্রতার সুযোগে স্বামী, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমাজব্যবস্থা নারীদের ওপর– (অনুধান)
i. শারীরিক নির্যাতন করে ii. অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতন করে
iii. মানসিক নির্যাতন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৫. ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নারী নির্যাতনের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে হবে– (অনুধাবন)
i. নাটকের মাধ্যমে ii. গানের মাধ্যমে
iii. কবিতার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২৬. নারী নির্যাতন রোধে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানুষ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া
ii. মানুষ হিসেবে নারীকে অবজ্ঞা করা
iii. অশরীল ভাষা ব্যবহার না করা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৭. মানুষ হিসেবে নারীকে অবজ্ঞা করা মানে হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. নিজের মাকে অপমান করা
ii. নিজের বোনকে অসম্মান করা
iii. পুরুষের কর্তৃত্ব দেখানো

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৮. বাংলাদেশের নারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবা, ভাই ও স্বামীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ– (প্রয়োগ)

i. অন্যের আয়ের ওপর নির্ভরশীল বলে
ii. পুরুষ শাসিত সমাজে
iii. সন্তানদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৯. বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীদের অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও সামগ্রিকভাবে নারীরা এখনও– (অনুধাবন)

i. নির্যাতিত
ii. অবহেলিত
iii. অসহায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩০. যৌতুকপ্রথা বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অমানবিক ও বেদনাদায়ক সমস্যা। কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবাহে উৎসাহিত করে
ii. আত্মহত্যার প্ররোচনা প্রদান করে
iii. নারী নির্যাতনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বাংলাদেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

জালাল মিয়া পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক। সে বড় মেয়ে মিতা ও মেজো মেয়ে রীতাকে এস.এস.সি পাসের পূর্বে বিয়ে দেয়। তার কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় সে দ্বিতীয় বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্ত্রীর তিন ছেলে ও এক মেয়ে। জালাল মিয়া দুই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কোনো রকমে দিন চালাচ্ছে। অন্যদিকে বড় মেয়ে রীতার একাধিক ছেলে সন্তান হওয়ায় শ্বশুর পরিবারে সকলেই খুশী। [স. বো. '১৬]

ক. জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান কত? ১
খ. নিরক্ষরতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোচনায় বাংলাদেশের নাগরিক সমস্যার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত সমস্যাটির সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান ৮ম।

খ নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের বোঝাস্বরূ প। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। নিরক্ষর বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না। গ্রামের বহু লোকই নিরক্ষর।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় বাংলাদেশের নাগরিক সমস্যা হিসেবে জনসংখ্যা সমস্যাটি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের জালাল মিয়া পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক। সে পুত্র সন্তান না থাকায় দ্বিতীয় বিয়ে করে। মূলত তার এ ধরনের কাজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। তার মতো আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মনে করে যে, পুত্র সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। অধিক নিরাপত্তার আশায় তারা একাধিক পুত্র সন্তান কামনা করেন। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন– জালাল মিয়ার দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তিন ছেলে এক মেয়ে। অথচ তার কোনো রকমে দিন চলছে। আবার জালাল মিয়া তার বড় দুই মেয়েকে এস.এস.সি পাশের পূর্বেই বিয়ে দিয়ে দেয়। তার বড় মেয়ের একাধিক ছেলে। মোট কথা উদ্দীপকের আলোচনা কেবল বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে ঘিরেই, বিষয়টি সুস্পষ্ট।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত সমস্যা তথা জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করতে হবে। এতে জনগণের কর্মসংস্থান হবে আর জীবনযাত্রার মানও বেড়ে যাবে। বিপুল জনসংখ্যাকে প্রযুক্তি ও দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে। ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষিত পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনে। কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উন্নত বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। উচ্চ জন্মহার রোধ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 'একটি সন্তান কাম্য, দুটি যথেষ্ট'–এই শ্লোগানকে কার্যকর করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবাবঞ্চিত এলাকাসমূহে সেবার মান উন্নত করতে হবে এবং গরিব ও দুস্থদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন– ২ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

নিরক্ষর গণি মিয়া তার ষোলো বছরের কন্যা আমেনাকে বিয়ে দেন পাশের গ্রামের দিনমজুর সুমন মিয়ার সাথে। গণি মিয়ার প্রতিবেশী সাজিদ মিয়া লোক–লজ্জার ভয়ে তার সতেরো বছরের মেয়ে রহিমাকে বিয়ে দেন গণি মিয়ার ছেলে গফুরের সাথে। [স. বো. '১৫]

ক. ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কত শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত? ১
খ. জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. গণি মিয়ার মেয়ে আমেনাকে বিয়ে দেওয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন কারণটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উলিরখিত চিত্রটি আমাদের গ্রামীণ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি।"–তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৪৪ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত।

খ জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন বলতে বোঝায় জনসংখ্যাকে বিন্যস্তকরণ তথা অধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট অঞ্চল থেকে জনসংখ্যাকে কম জনঘনত্ব অঞ্চলে স্থানান্তর। যেমন : বাংলাদেশের সর্বত্র জনসংখ্যার অবস্থান একই রকম নয়। কাজেই যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করতে হবে। এতে জনগণের কর্মসংস্থান হবে আর জীবনযাত্রার মানও বেড়ে যাবে।

গ গণি মিয়ার মেয়ে আমেনাকে বিয়ে দেওয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাল্যবিবাহকে নির্দেশ করে। বিবাহ আমাদের দেশে একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এ কর্তব্যবোধের তাড়নায় বিশেষ করে বাবা–মা তাড়াতাড়ি তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে তৎপর হন। ফলে বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তাদের সন্তান–সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকের গণি মিয়ার মেয়ে আমেনাকে মাত্র ষোলো বছর বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বাল্যবিবাহকে নির্দেশ করে। আমাদের দেশে বিশেষ করে অল্প আয়ের পরিবারগুলোতে এ প্রবণতা বেশি থাকে। এভাবে বাল্যবিবাহের ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ "উদ্দীপকে উলিরখিত চিত্রটি আমাদের গ্রামীণ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি" আমি এ বিষয়ের সাথে একমত। উদ্দীপকে নিরৰরতা এবং সেই সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকটি চিত্রিত হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। আমাদের দেশে গ্রামের বহু লোকই নিরৰর। আর এই নিরৰরতার কারণে সচেতনার অভাবহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন : নিরৰর গণি মিয়া তার ষোলো বছরের কন্যা আমেনাকে বিয়ে দেন পাশের গ্রামের দিনমজুর সুমন মিয়ার সাথে। এখানে দিনমজুর শ্রেণি বাংলাদেশের গ্রামগুলোর দারিদ্র্য অবস্থাও প্রকাশ করে। আবার উদ্দীপকে দেখা যায় গণি মিয়ার প্রতিবেশী সাজিদ মিয়া লোকলজ্জার ভয়ে তার সতেরো বছরের মেয়ে রহিমাকে বিয়ে দেন গণি মিয়ার ছেলে গফুরের সাথে। আমাদের দেশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, অধিকাংশ বাবা–মা ছেলেমেয়ে বড় হলে বিয়ে না দিলে কখন, কোথায়, কোন সামাজিক অপরাধ করে বসবে এই ভয়ে ভীত থাকে। এই ভয় এবং সমাজের চোখে হেয় হওয়ার আশঙ্কায় তারা দ্রুত ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে বিপদ এড়াতে চেষ্টা করে। সুতরাং আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, "উদ্দীপকের উলিরখিত চিত্রটি আমাদের গ্রামীণ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি।"

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ নিরৰরতা দূরীকরণের উপায়

ভূমিহীন কৃষক ফরিদ মিয়া ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সময় টিপসই দেন। বিষয়টি স্কুল শিৰিকা সালমা আলীর নজরে আসে। তিনি ফরিদ মিয়াকে সাৰরতাদানের জন্য নিকটস্থ একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় ভর্তি করান। সেখানে ফরিদ মিয়াসহ অনেকেই লিখতে, পড়তে এবং দৈনন্দিন হিসাবনিকাশ করার সৰমতা অর্জন করে। [স. বো. '১৫]

ক. জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে কততম দেশ? ১

খ. পরিবেশগত দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফরিদ মিয়ার টিপসই দেওয়া আমাদের দেশের কোন নাগরিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফরিদ মিয়ার সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে উলিরখিত উপায়টি ব্যতীত সরকারি আর কী কী পদৰেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ৮ম দেশ।

খ আমাদের চারপাশের নদনদী, খালবিল, পাহাড়–পর্বত, গাছপালা, মাটি এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এই স্বাভাবিক অবস্থা বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।

গ ফরিদ মিয়ার টিপসই দেওয়া আমাদের দেশের নাগরিক সমস্যা নিরৰরতাকে নির্দেশ করে। নিরৰরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরৰর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের বোঝাস্বরূ প। নিরৰর বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কোনো অৰরজ্ঞান নেই, এমনকি যিনি নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না। উদ্দীপকের ভূমিহীন কৃষক ফরিদ মিয়া এমনই এক নিরৰর ব্যক্তি যিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সময় টিপসই দেন। স্বাৰর করতে পারেন না। আমাদের দেশের গ্রামগুলোতে তার মতো দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নিরৰরতার হার খুবই বেশি। এর মূল কারণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। দরিদ্র শ্রেণির সন্তানরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া করতে পারে না। আলোচনার প্রেৰিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ভূমিহীন কৃষক ফরিদ মিয়ার টিপসই দেওয়া নিরৰরতাকে নির্দেশ করে।

ঘ ফরিদ মিয়ার সমস্যা সমাধানে তথা নিরৰরতা দূরীকরণে উদ্দীপকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বয়স্ক শিৰা কার্যক্রম উলিরখিত হয়েছে। আর ফরিদ মিয়াকে উৎসাহ দিয়েছেন, ভর্তি করিয়েছেন তার এলাকার একজন সুনাগরিক স্কুল শিৰিকা সালমা আলী। তবে এছাড়াও সরকারি পর্যায়ে নিরৰরতা দূরীকরণে আরও কার্যকর পদৰেপ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কেননা শুধু বেসরকারি উদ্যোগ নিরৰরতা দূরীকরণে যথেষ্ট নয়। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে অৰরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য সরকার ও নাগরিকবৃন্দকে যেসব কার্যকর পদৰেপ নিতে হবে, সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. নিরৰর মানুষের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। এৰেত্রে বিভিন্ন এলাকা ও অবস্থানভেদে প্রচলিত পেশার সমস্যা ও সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে হবে। সরকার প্রকল্প গ্রহণ ও টাস্কফোর্স গঠন করে এ কাজটি করতে পারে। সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

২. গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিৰা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিৰাদানে সরকারকে বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (এনজিও) নিয়োজিত করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের শিৰিত বেকারদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে।

৩. আনুষ্ঠানিক শিৰার পরিবর্তে পেশাভিত্তিক শিৰার জন্য বই রচনা করা প্রয়োজন। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিৰা নিরৰর বয়স্কদের খুব একটা কাজে আসবে না। কিছুদিন পর তারা তাদের শিৰা ভুলে যেতে পারে। কর্মমুখী শিৰাদান করে প্রত্যেক পেশার সঙ্গে নিরৰরদের পরিচিত করে তুলতে হবে। তা হলে তারা অর্জিত শিৰা ও অৰরজ্ঞান সহজে ভুলবে না।

৪. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরৰরতা দূরীকরণের জন্য অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও নিরৰরদের শিৰা আনুষ্ঠানিক নয়, তবুও তাদেরকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দিলে তারা শিৰা গ্রহণে আগ্রহী হবে।

৫. নিরৰরতা দূরীকরণের জন্য শিৰা ব্যাংক চালু করা যেতে পারে। এরূ প ব্যাংক নিরৰরদের ঋণ দেবে। সরকার আন্তরিক হলে এরূ প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও চালু করা সম্ভব।

এভাবে সরকার উদ্যোগী হলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ থেকে নিরৰরতা দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উপায়

নাজমা পুত্র সন্তানের আশায় পর পর চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। এতে তার স্বামী আবুল কাশেম ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নাজমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট দেয়। এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী রাবেয়া আবুল কাশেমকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল এবং নারী পুরবষের সমমর্যাদার বিষয়টি তুলে ধরেন। এতে আবুল কাশেম ও তার পরিবারের সদস্যরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়। [স. বো.'১৫]

ক. সরকার নতুন জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে কত সালে? ১

খ. খাদ্যনিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নাজমার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের বিষয়টিকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নাজমার কষ্ট লাঘবে স্বাস্থ্যকর্মী রাবেয়ার ভূমিকাই যথেষ্ট।"– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৪ সালে সরকার নতুন জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে।

খ খাদ্যনিরাপত্তা বলতে উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্যের চলন বা সরবরাহকে বোঝায়। অর্থাৎ খাদ্যনিরাপত্তা বলতে কেবল খাদ্য প্রাপ্তিকে বোঝায় না। খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ৰমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি– এই তিনটি বিষয়কেই বোঝানো হয়। অবশ্য বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যে যেহেতু খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চালের প্রাধান্য রয়েছে, সেহেতু চালের সরবরাহ এবং মূল্যের স্থিতিশীলতাই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের মূল বিষয়।

গ বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নাজমার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের বিষয়টিকে নারী নির্যাতন বলা হয়। বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী, নারী নির্যাতন বলতে এমন যেকোনো কাজ বা আচরণকে বোঝায়, যা নারীর বিরবদ্ধে সংঘটিত হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ৰতি সাধন করে। এছাড়া, কোনো ৰতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালিভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণ নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে নাজমা তার স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে কষ্ট পাচ্ছে, যার পিছনে যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। কন্যা সন্তান জন্ম দেয়াই তার অপরাধ। সুতরাং বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নাজমার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট নারী নির্যাতন।

ঘ নাজমার কষ্ট লাঘবে রাবেয়া তার স্বামীকে সচেতন করেন। এৰেত্রে তিনি রাবেয়ার চার কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার প্রেৰিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল এবং নারী পুরবষের সমমর্যাদার বিষয় তুলে ধরেন। আবুল কাশেম ও তার পরিবার ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু এ ধরনের সচেতনামূলক কার্যক্রম নাজমার কষ্ট লাঘবে যথেষ্ট নয়। তাই "নাজমার কষ্ট লাঘবে স্বাস্থ্যকর্মী রাবেয়ার ভূমিকাই যথেষ্ট" এ বিষয়ে আমি একমত নই। এৰেত্রে নারী নির্যাতনের কারণগুলো প্রতিকারের মাধ্যমে তা সম্ভব। এজন্য নারীকে হতে হবে, স্বাৰর জ্ঞানসম্পন্ন, শিৰিত, অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল। নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ৰমতায়ন এৰেত্রে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নির্যাতন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার। আইনের মধ্যে যদি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে তবে তা সংশোধন করে আইনকে আরও শক্তিশালী করা সরকারের গুরবদায়িত্ব। প্রয়োজনে নারী নির্যাতন রোধে বিশেষ আদালত স্থাপন করে নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি দিতে হবে। উপরন্তু স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে নারী নির্যাতন বিরোধী বক্তব্য গুরবত্বসহকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নাটক, কবিতা, আবৃত্তি, গান, আলোচনাসভা ইত্যাদির মাধ্যমে নারী নির্যাতনকারীর শাস্তি ও পরিণতি তুলে ধরতে হবে। এটা যে একটা ঘৃণ্যতম অপরাধ এবং সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় তা বুঝতে হবে। নারী পুরবষ সকলে মিলে নির্যাতনকারীর বিরবদ্ধে সংঘটিত প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। এভাবে সকলের অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নারী নির্যাতন রোধ সম্ভব। সুতরাং, "নাজমার কষ্ট লাঘবে স্বাস্থ্যকর্মী রাবেয়ার ভূমিকাই যথেষ্ট।" এ বিষয়ে আমি একমত নই।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

মামুন সাহেব তার ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় মনি বলল বাবা, কেন হঠাৎ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস চলে যায়। বাবা বললেন, অধিক জনসংখ্যা নাগরিক জীবনের একটি অন্যতম সমস্যা। জনসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণেই এমন হয়। আর আমাদের শিক্ষার অভাব, জলবায়ুর প্রভাব, দারিদ্র্য, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই আসলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণ।

[পলিৰউন্নয়ন একাডেমি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. জনসংখ্যা সমস্যা কী? ১

খ. নিরৰরতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. নাগরিক জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রগুলো মনির ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মামুন সাহেবের উল্লেখকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা সমস্যা বলতে জনসংখ্যার আধিক্য এবং দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত সমস্যাকে বোঝায়।

খ নিরৰরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরৰর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের বোঝাস্বরূ প। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। নিরৰর বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যার কোনো অৰর জ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না।

গ অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের একটি প্রধান সমস্যা। উদ্দীপকে মনি অধিক জনসংখ্যা নাগরিক জীবনে যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে তার কয়েকটি উল্লেখ করেছে। অধিক জনসংখ্যার কারণে শহর ও গ্রামে মানুষের জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে উঠেছে। শহরে জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত বিদ্যুতের লোডশেডিং, পানির অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে নাগরিক জীবন কষ্টকর হয়ে পড়েছে। গ্রামে অধিক কর্মসংস্থান না থাকায় সেখানকার বেকার মানুষ শহরে চলে আসছে চাকরির উদ্দেশ্যে। এতে শহরের জীবনের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদানগুলো অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। অধিক জনসংখ্যার দরুন সৃষ্ট যানজট নাগরিক

জীবনের অন্য একটি মারাত্মক সমস্যা, যা প্রতিদিনের চলাচল ব্যাহত করছে। যানজট কর্মে স্থবিরতা নিয়ে আসছে। মানুষের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিক মনের মতো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যার প্রধান কারণ অধিক জনসংখ্যা।

ঘ মামুন সাহেব বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে শিৰার অভাব, জলবায়ুর প্রভাব, দারিদ্র্য ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এ কারণগুলো গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন– পাঠ্যপুস্তকে উলিৱখিত হয়েছে :

শিৰার অভাব : শিৰার অভাব ও অজ্ঞতার কারণে ছেলেমেয়েদের খাদ্য, বস্ত্র, শিৰা, চিকিৎসা, বাসস্থান সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা না করেই আমাদের দেশের মানুষ অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রবত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ুর প্রভাব : বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। তাই এদেশের জলবায়ু উষ্ণ। বাংলাদেশে উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার ছেলেমেয়েরা অপেৰাকৃত কম বয়সে সাবালক হয় ও সন্তান ধারণৰমতার অধিকারী হয়। ফলে এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

দারিদ্র্য : আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। তারা পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের কোনো সুদূরপ্রসারী চিন্তা করে না। অন্যদিকে ভবিষ্যতের চিন্তায় তারা অধিক সন্তান জন্মদান করে। ফলে স্বাস্থ্যহীন জনসংখ্যা দ্রবত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি : আমাদের দেশের অধিকাংশ বাবা–মা ছেলেমেয়ে বড় হলে বিয়ে না দিলে কখন, কোথায়, কোন সামাজিক অপরাধ করে বসবে এই ভয়ে ভীত থাকে। এই ভয় এবং সমাজের চোখে হেয় হওয়ার আশঙ্কায় তারা দ্রবত ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে বিপদ এড়াতে চেষ্টা করে। এতে করে জনসংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যাচ্ছে।

জন্ম শাসনের অভাব : ছোট পরিবার সুখী পরিবার। অথচ দেশের জনগণ এ বিষয়ে সচেতন নয়। তাছাড়া পরিবার–পরিকল্পনা সুবিধার অভাবে দ্রবত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ নিরৰরতা

জনাব 'P' গণশিৰা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। ১৯৯৭ সালে সরকার যে বিশেষ লৰ্য অর্জনে এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্যোগী হয় জনাব 'P' তাকে খুবই যৌক্তিক মনে করেন। উক্ত লৰ্য পূরণে জনাব 'P' তথ্য সংগ্রহ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণকে সর্বাধিক গুরবত্ব প্রদান করেন।

[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. বাংলাদেশের কত ভাগ জনসংখ্যা নিরৰর? ১

খ. দরিদ্রদের মধ্যে নিরৰরতার হার খুব বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'P' সরকারের কোন উদ্যোগের সাথে জড়িত? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উদ্যোগের লৰ্য পূরণে জনাব 'P' এর মতো তুমিও কী তথ্য সংগ্রহ ও নাগরিকদের অংশগ্রহণকে গুরবত্বপূর্ণ মনে কর? মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নিরৰর।

খ দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নিরৰরতার হার খুবই বেশি। এর মূল কারণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। দরিদ্র শ্রেণির সন্তানেরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া করতে পারে না। অনেক দরিদ্র শিৰার্থী টাকার অভাবে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

গ জনাব 'P' সরকারের নিরৰরতা দূরীকরণে গৃহীত উদ্যোগ 'সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলন'–এর সাথে জড়িত। নিরৰরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরৰর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের বোঝাস্বরূ প। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। নিরৰর বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কোনো অৰর জ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না। আমাদের দেশে গ্রামের বহু লোকই নিরৰর। শহরাঞ্চলেও অনেক নিরৰর লোক আছে। সরকারের প্রাথমিক এবং গণশিৰা মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে 'সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলন' শুরব করে। সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিৰা মন্ত্রণালয় ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরৰরতা দূর করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দীপকে জনাব 'P' গণশিৰা মন্ত্রণালয়ে যেহেতু কর্মরত। সুতরাং তিনি নিশ্চিতভাবে সরকারের উদ্যোগে 'সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলন' এর সাথে জড়িত।

ঘ 'সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলন' এর লৰ্য পূরণে তথা দেশ হতে নিরৰরতা দূরীকরণে জনাব 'P' মনে করেন তথ্য সংগ্রহ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ সর্বাধিক গুরবত্বপূর্ণ। আমিও তার মত সমর্থন করি। কেননা নিরৰরতা দূর করতে সর্বপ্রথম নিরৰর মানুষের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এৰেত্রে বিভিন্ন এলাকা ও অবস্থানভেদে প্রচলিত পেশার সমস্যা ও সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে হবে। সরকার প্রকল্প গ্রহণ ও টাস্কফোর্স গঠন করে এ কাজটি করতে পারে। সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। উপযুক্ত ও যথার্থ তথ্য সংগ্রহের পর নিরৰরতা দূরীকরণের জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কাজে লাগাতে হবে। শিৰা উপকরণ থেকে শুরব করে শিৰা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে দেশের বেশ কয়টি এনজিও যেমন : আহসানিয়া মিশন, ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, প্রশিকা, কেয়ার, সিডা, ইউসেপ প্রভৃতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরৰরতা দূর করা সম্ভব হলে জাতীয় অগ্রগতির শক্ত ভিত রচিত হবে। অৰরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পেশাভিত্তিক শিৰা অর্জনের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত হবে। এসব কিছু বিবেচনায় আমি জনাব 'P'-এর মতো মনে করি যে, নিরৰরতা দূরীকরণে সরকারের উদ্যোগকে সফল করতে তথ্য সংগ্রহ ও নাগরিকদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে জরবরি।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

রসুলপুর গ্রামের আরিফ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের এক ল্যান্ড ডেভেলপার কোম্পানিতে কাজ করে। তার ভাই অপু তাদের গ্রামে সম্প্রতি একটি সরকারি মাতৃসদন স্থাপিত হলে সেখানে কাজ পায়। তাদের বোন আরিফা মহিলাদের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় উদ্বুদ্ধ করে।

ক. পরিবার–পরিকল্পনার একটি স্লোগান লেখ। ১

খ. বাংলাদেশের নতুন জনসংখ্যা নীতির উলেৱখযোগ্য দিক উলেৱখ কর। ২

গ. আরিফার কাজটি কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য

করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরিফ ও অপুর মতো কাজে নিয়োগে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে– পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার–পরিকল্পনার একটি স্লোগান হচ্ছে 'একটি সন্তান কাম্য, দুটি যথেষ্ট'।

খ ২০০৪ সালে বাংলাদেশের নতুন জনসংখ্যা নীতির উলেরখযোগ্য দিক হচ্ছে– সকলের জন্য পরিবার–পরিকল্পনাসহ সন্তান উৎপাদন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা এবং এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি কিশোর–কিশোরীদের সচেতন করার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্য, উপদেশ ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা; গণমাধ্যম ব্যবহার করে জন্মনিয়ন্ত্রণের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা; নারী–পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়তা করা। জনসংখ্যানীতির এসব দিক বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ আরিফার কাজটি সুবিধাবঞ্চিতদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করে এবং দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবাবঞ্চিত এলাকাসমূহে সেবার মান উন্নত করতে হবে এবং গরিব ও দুস্থদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকগণকে একসাথে কাজ করতে হবে। ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করে মহিলাদের ঘরের বাইরে এনে নতুন পেশা গ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে অধিক সন্তান উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপকের আরিফা মহিলাদের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় উদ্বুদ্ধ করে, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আরিফার কাজটি আপাতদৃষ্টিতে কর্ম উদ্দীপনামূলক হলেও তা সুবিধাবঞ্চিত এলাকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে খুবই সহায়ক।

ঘ আরিফের সৌদি আরবে কাজ করা এবং অপুর দেশের এক সরকারি মাতৃসদনের কাজ করা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের কার্যকর ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপক জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে দেশে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি পর্যায়ে তাই নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন আরিফের ক্ষেত্রে হয়েছে। আমাদের দেশে শ্রমিকের মজুরি কম। কারণ, শ্রমিকের আধিক্য। বিপুল জনসংখ্যাকে প্রযুক্তি ও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়বে আর বেকারত্ব দূর হবে। সরকারের জনশক্তি মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। আবার সরকার কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আয় পুনর্বণ্টন করে অপুর মতো ব্যক্তিদের কাজে নিয়োগ করে জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের জীবনমান বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণের জীবনমান তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। যারা ধনী তাদের ওপর অধিক হারে কর ধার্য করে আদায়কৃত করের টাকা দিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে হবে। মানুষকে কাজ দিতে পারলে এবং অভাব থেকে মুক্ত করতে পারলে তারা নিজেরা আত্মসচেতন হবে এবং দায়দায়িত্ব বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন– ৮ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার চিত্র

দেশ	জনসংখ্যা
চীন	১.৪ বিলিয়ন
ভারত	১.২ বিলিয়ন
বাংলাদেশ	১৫ কোটি

ক. কাদের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার কমানো প্রয়োজন? ১

খ. কেউ কেউ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যাকে সামান্য হিসেবে বিবেচনা করেন কেন? ২

গ. ছকের কোন দেশটি জনসংখ্যার সমস্যায় জর্জরিত? পাঠ্যপুস্তক অনুসারে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত দেশটির জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার কমানো প্রয়োজন রয়েছে।

খ মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং এই জন্মহার দেশের সম্পদের বৃদ্ধি ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ, বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না। জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা তবে কেউ কেউ আবার পৃথিবীতে অশান্তি, ক্ষুধা–দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্যার তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যাকে সামান্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

গ ছকের দেশ তিনটি অর্থাৎ চীন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমাদের এই বাংলাদেশ জনসংখ্যার সমস্যায় জর্জরিত। ছকে যদিও দেখা যাচ্ছে চীন ও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা অনেক কম কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ৮ম এবং এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৫ম স্থানে অবস্থান করছে। যেখানে এদেশের ক্ষেত্রফল মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭। বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটার জায়গায় ১১০০ মানুষ বাস করে, যেখানে চীনে ১.৪ বিলিয়ন লোকসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪০ জন লোক বাস করে আর ভারতে ১.২ বিলিয়ন লোকসংখ্যা সত্ত্বেও প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৬২ জন বাস করে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের একটি প্রধান সমস্যা।

ঘ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বাধিক কার্যকরী বরং বলা যায় এর বিকল্প নেই। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উন্নত বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদ, একই জমিতে একাধিক ফসল চাষাবাদ করতে হবে। কাঁচামাল তৈরি করে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। কুটিরশিল্পের তৈরি মালামাল দিয়ে বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য যাতে ন্যায্যমূল্যে ও সহজে বিক্রি করা

যায় তার জন্য বাজার এবং যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। এসব করতে সৰম হলে জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে জনসম্পদে পরিণত হবে।

প্রশ্ন– ৯ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও সমাধান

নির্মলচরের আতিয়ারের বয়স আঠারো। এ বয়সেই সে বিবাহ করে এক কন্যা সন্তানের জনক। কিন্তু সে বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করে পুত্র সন্তান চায়। তাদের সেখানে পরিবার–পরিকল্পনার তেমন সুবিধাদিও নেই।

ক. কত সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করা হয়? ১

খ. অধিক জনসংখ্যার কারণে গ্রামে কী প্রভাব পরিলৰিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন কোন কারণ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নির্মলচরের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা কী হতে পারে। উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করা হয়।

খ অধিক জনসংখ্যার কারণে গ্রামে জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে পড়েছে। গ্রামে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় সেখানকার বেকার মানুষ শহরে পাড়ি দিচ্ছে। গ্রামে অধিক জনসংখ্যাজনিত কারণে পর্যাপ্ত খাবারের অভাব দেখা দেয়, উপযুক্ত শিৰার সুযোগ থাকে না, অপুষ্টি এবং চিকিৎসার অভাব প্রতিনিয়ত পরিলৰিত হয়। এছাড়া আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদি জমিতে এবং বনভূমি কেটে বসতি গড়ে উঠছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে খালবিল, নদীনালা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সার্বিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি কারণ ফুটে উঠেছে। যথা : ১. বাল্যবিবাহ; ২. আর্থসামাজিক নিরাপত্তা ও ৩. জন্মশাসনের অভাব। বিবাহ আমাদের দেশে একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এ কর্তব্যবোধের তাড়নায় বিশেষ করে বাবা–মা তাড়াতাড়ি তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে তৎপর হন। ফলে বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তাদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন : উদ্দীপকে দেখা যায় আঠারো বছরের আতিয়ার এক কন্যা সন্তানের জনক এবং সে পুত্র সন্তান প্রত্যাশী। ফলে আরও সন্তান নিবে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর্থসামাজিক কারণকে নির্দেশ করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আতিয়ারের মতো মনে করেন যে, পুত্র সন্তান বৃদ্ধি পিতামাতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সৰম। অধিক নিরাপত্তার আশায় তারা একাধিক পুত্র সন্তান কামনা করে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু আতিয়ারদের এলাকায় পরিবার–পরিকল্পনা তেমন সুবিধা নেই। অর্থাৎ জন্মশাসনের অভাবও এলাকাটিতে রয়েছে। ছোট পরিবার সুখী পরিবার– এরূ প সচেতনতার অভাব আমাদের দেশে বেশি। তাছাড়া পরিবার–পরিকল্পনার সুবিধাদির অভাব থাকায় এবং এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়ার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ নির্মলচরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিবার–পরিকল্পনা নীতির প্রয়োগ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নির্মলচরে দেখা যাচ্ছে বাল্যবিবাহ, পুত্র সন্তান কামনা ইত্যাদি সংস্কারের সাথে পরিবার–পরিকল্পনা সুবিধার অভাব রয়েছে। সুতরাং সেখানে সরকারের কর্তব্য হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার–পরিকল্পনার প্রচার চালানো। এৰেত্রে সরকারকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার–পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। উচ্চ জন্মহার রোধ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 'একটি সন্তান কাম্য, দুটি যথেষ্ট'– এই সেরাগানকে কার্যকর করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের দায়দায়িত্ব বেশি। নাগরিকদের সচেতন করতে হবে। নাগরিকবৃন্দকে ভাবতে হবে যে অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। তাই তাদের পরিবার–পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে সরকারকে পরিবার–পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। পরিবার–পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে অধিক হারে মাঠকর্মী নিয়োগ করতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধপত্র সহজলভ্য করতে হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সেবা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার–পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন– ১০ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

আজাদের বাড়ির পাশের বিল ভরাট করে গ্রামের কয়েকজন বাড়ি নির্মাণ করেছে। আজাদের বড় ভাই বিয়ের পর এক বিঘা কৃষিজমিতে বাড়ি বানানোর জন্য বাবার কাছে চেয়ে নিয়েছে। আজাদের ছোট বোনকে বিয়ে দিয়েছে পাঁচ বছর হলো। সে ইতোমধ্যেই তিন সন্তানের জননী। তার স্বামী সন্তানদের ঠিকমতো আহারের ব্যবস্থা করতে পারে না। তাই সে প্রায়ই বাবার বাড়ি চলে আসে। সন্তানগুলো অপুষ্টিতে ভুগছে।

ক. কীসের আশায় বাংলাদেশের মানুষ একাধিক পুত্র সন্তান কামনা করে? ১

খ. সন্ত্রাস প্রতিরোধে পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন প্রয়োজন– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় বিশেৱষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্থসামাজিক নিরাপত্তার আশায় বাংলাদেশের মানুষ অধিক পুত্র সন্তান কামনা করে।

খ আমরা জানি, সন্ত্রাসীরা মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাস করে। সেখানে পুলিশ লাঠি ও প্রাচীন রাইফেল, বন্দুক সন্ত্রাস স্ত্রাস দমন করতে পারে না। তাই সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। এছাড়া পুলিশের সংখ্যা, পুলিশ ফাঁড়ি ও থানার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে জনসংখ্যা সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অধিক জনসংখ্যার কারণে বসতবাড়ির প্রয়োজনে খালবিল, নদীনালা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যেমন : উদ্দীপকের আজাদদের বাড়ির পাশের বিল ভরাট করে গ্রামের কয়েকজন বাড়ি বানিয়েছে। আবার আজাদের বড় ভাই এক বিঘা কৃষিজমিতে বাড়ি বানাতে চাচ্ছে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আমাদের দেশে আবাদি জমিতে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। উপরন্তু উদ্দীপকে আজাদের ছোট বোন তিন সন্তানের জননী। অথচ তাদের ঠিকমতো খাবার জোটে না এবং তিন সন্তানই অপুষ্টিতে ভুগছে। যা আমাদের দেশের দরিদ্র পরিবারে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নির্দেশ

করে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় অনেক কিছু রয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। সচেতন নাগরিক হিসেবে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখা সকলের নাগরিক দায়িত্ব। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে নাগরিক হিসেবে আমরা নিজেরা সচেতন হতে পারি এবং অন্যকেও সচেতন করতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমাদের বা প্রতিবেশী পরিবারে কোনো নিরক্ষর শিশু বা ব্যক্তি থাকলে তাদেরকে আমরা শিক্ষার সুযোগ দিয়ে উৎসাহিত করতে পারি, যাতে সে জনসম্পদ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সম্পদের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা যেমন একটি পরিবারের জন্য অভিশাপ, তেমনি তা জাতির জন্যও বোঝা। অন্যদিকে, জনসংখ্যা যে পরিমাণে আছে তাদেরকে যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করতে পারলে তা জাতির জন্য সম্পদে পরিণত হবে।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ নিরক্ষরতা দূরীকরণ

করিম তোমাদের এলাকার নৈশ প্রহরী। দিনের বেলায় সে তোমাদের বাসায় খায় ও বিশ্রাম নেয়। করিম আক্ষরিক জ্ঞানের অভাবে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় বা কাজ নিয়ে যুক্তিসংগত আলোচনা করতে পারে না। সে সহজেই ঠগ ও প্রতারকের দ্বারা প্রতারিত হয়। সে নিজের অবস্থা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

ক. নিরক্ষর কাকে বলে? ১
খ. নিরক্ষর মানুষ কেন সহজেই প্রতারিত হয়? ২
গ. করিমকে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে তোমার করণীয় বর্ণনা কর। ৩
ঘ. করিমের জন্য শিক্ষা ব্যাংক কতটা কাজে আসতে পারে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের যেসব মানুষ সামান্য লেখাপড়াও জানে না এবং অধিকার আদায়ে সচেতন নয় সেসব মানুষকে নিরক্ষর বলে।

খ নিরক্ষরতা আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি মারাত্মক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার দরুন নিরক্ষর ব্যক্তি সহজেই সবার সাথে মিশতে পারে না। সবার সাথে কোনো যুক্তিসংগত বিষয়ে আলাপ–আলোচনা করতে পারে না। সে সহজেই শঠ ও প্রতারকের প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকের করিমকে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তাকে নিরক্ষরতার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এক্ষেত্রে আমারও করণীয় রয়েছে। যেহেতু সে আমাদের বাসায় থাকে, আমি তাকে নির্দিষ্ট সময় করে শেখাতে পারি। এভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের বাসায় কেউ নিরক্ষর থেকে থাকলে তাকে অক্ষরজ্ঞান দিতে পারি। অথবা বন্ধুদের সাথে মিলে আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণে ক্লাব গড়ে তুলতে পারি। আমরা দরিদ্র ছেলেমেয়েদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান দিতে পারি। নাগরিক হিসেবে আমাদের এই কাজ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কেননা শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

ঘ করিমের নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষা ব্যাংক যথেষ্ট সহায়ক হবে। নৈশ প্রহরী করিম এতে করে অর্থকষ্টে পড়বেন। বস্তুত আমাদের দেশে আশুভিত্তিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষা ব্যাংক চালু করা যেতে পারে। এরূপ ব্যাংক শুধু নিরক্ষরদের ক্ষেত্রে ঋণ দেবে না বরং প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষাঋণ প্রদান করবে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বন্ধ করতে হলে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হতে পারে। সরকার আন্তরিক হলে এরূপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও চালু করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে করিমের মতো লোকেরা আর নিরক্ষর থাকবে না।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸ বয়স্ক শিক্ষা ও অনুদান প্রথা

জনাব লায়েস ও জনাব আজিম প্রতিবেশী। অশিক্ষিত জনাব লায়েস ছোটখাটো ব্যবসা করেন। সম্প্রতি ব্যবসায় লোকসান দিয়ে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। অর্থাভাবে তিনি তার ছেলে রতনের পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। এ অবস্থায় ধনী ব্যবসায়ী জনাব আজিম এগিয়ে আসেন এবং রতনের লেখাপড়ার খরচের দায়িত্ব নেন। জনাব লায়েসকেও তিনি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। গ্রামের বেকার এক ছেলেকে তিনি নিয়োগ করেন জনাব লায়েসের মতো ব্যক্তিদের শিক্ষা দানের জন্য।

ক. 'সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন'– এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে রক্ষা করতে কাদের ভূমিকা নিতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব লায়েসের জন্য কীরূপ শিক্ষা কার্যকর। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রতনের শিক্ষাজীবনকে নিশ্চিত করতে জনাব আজিমের উদ্যোগটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Total Literacy Movement।

খ নিরক্ষরতা জাতীয় সমস্যা। একে মোকাবিলা করা সবার দায়িত্ব। নিরক্ষরতা অভিশাপ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নিরক্ষর। এই বিশাল নিরক্ষর জনসমষ্টিকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষিত সকল মানুষকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। আর যারা নিরক্ষর, তাদের নিজেদেরকেও লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হতে হবে। সকলে সম্মিলিতভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারলে জাতীয় উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে।

গ জনাব লায়েসের জন্য বয়স্ক ও কর্মমুখী শিক্ষা কার্যকর। যেহেতু জনাব লায়েস বয়স্ক একজন ব্যক্তি। সুতরাং তার জন্য বয়স্ক শিক্ষাই প্রয়োজন। উপরন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে পেশাভিত্তিক শিক্ষা তার জন্য উপকারে আসবে। শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিরক্ষর বয়স্কদের খুব একটা কাজে আসবে না। কিছুদিন পর তারা তাদের শিক্ষা ভুলে যেতে পারে। তাই কর্মমুখী শিক্ষাদান করে প্রত্যেক পেশার সঙ্গে নিরক্ষরদের পরিচিত করে তুলতে হবে। তা হলে তারা অর্জিত শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান সহজে ভুলবে না। সুতরাং জনাব লায়েসের জন্যও এ জাতীয় কর্মমুখী শিক্ষা কার্যকর হবে।

ঘ দরিদ্র রতনের অর্থাভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এ প্রেক্ষিতে ধনী জনাব আজিম তার লেখাপড়ার খরচ বহনের দায়িত্ব নেন। অর্থাৎ তার উদ্যোগটি শিক্ষার জন্য অনুদান হিসেবে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বলা যায়, শিক্ষার জন্য ঋণ ও অনুদান প্রথা চালুকরণ নিরক্ষরতা দূরীকরণে অত্যন্ত কার্যকর। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও নিরক্ষরদের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক নয়, তবুও তাদেরকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দিলে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে। এরূপ ঋণ, অনুদান, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

এবেত্রে আমাদের শিবিত ও সম্পদশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। যেমন : উদ্দীপকে জনাব আজিম রতনের শিবাজীবন নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এভাবে জনগণ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বদান্যতার মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আর তা হলে শুধু রতন নয় এদেশের অনেকেরই শিবাজীবন নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা

আবিদ সাহেব খেতে বসলে তার স্ত্রী বড় মাছের টুকরাটা তার পাতে তুলে দিলেন। ছোট ছেলেটিকে ডাল দিয়ে সামান্য একটু মাছ ভেঙে খাইয়ে দিলেন। নিজে শুধু ডাল দিয়ে খেলেন।

ক. চীনের প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করে? ১
খ. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত আমাদের দেশের সমস্যাটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যার কারণগুলো বিশেরষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চীনে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪০ জন লোক বাস করে।

খ অনেক সময় রাষ্ট্র নানা অজুহাতে সন্ত্রাসীপন্থা অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীর ওপর দমন–পীড়ন চালায়। এরূ প অবস্থা হলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। যেমন : ইসরাইল রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের জনগণের ওপর বিভিন্ন সময় এ ধরনের তৎপরতা চালিয়ে আসছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সংখ্যালঘু বা ভিন্ন জনগোষ্ঠীর ওপরও এরূ প আক্রমণ পরিচালিত হতে দেখা যায়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা খাদ্যভিত্তিক দারিদ্র্যের শিকার। মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় ২,১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত খাবার কেনার সম্পদ তাদের কাছে নেই। খাদ্যে ক্যালরি ঘাটতি ছাড়াও এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য সুষম নয়। তাদের প্রতি বেলার খাদ্যে খাদ্যশস্যের প্রাধান্য রয়েছে। তারা প্রতিদিন যে ক্যালরি গ্রহণ করে, তার ৮০ শতাংশই আসে শস্য হতে, যার মধ্যে চালই প্রধান। চর্বি, তেল এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্য তারা সামান্যই গ্রহণ করে। এই ধরনের সমতাহীন খাদ্যের বড় শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। উদ্দীপকেও দেখা যায়, আবিদ সাহেবের পরিবারে তিনি মাছ খেলেন অথচ তার স্ত্রী ও ছোট ছেলে সে অনুযায়ী খাদ্য পেল না। অথচ পুরবষের তুলনায় নারী ও শিশুদের অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ বিষয়ে কোনো সচেতনতা নেই। ফলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা প্রকট।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে আবিদ সাহেবের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার পেছনে যে কারণ রয়েছে তা নিচে দেওয়া হলো :

খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার কারণ : খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ হচ্ছে :

কম খাদ্য উৎপাদন : দেশে শাকসবজি, ফল, ডাল, তৈলবীজ, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির উৎপাদন কম, অন্যদিকে জনগণের স্বল্প আয়, তাদের শস্যজাতীয় খাবারের ওপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি এ স্বল্প উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে দেখা দেয় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা।

জনগণের কম আয় : মাথাপিছু জনগণের আয় কমে গেলে তখন তাদের পবে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য কেনা সম্ভব হয় না। ফলে দেখা দেয় খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা।

পুষ্টিজ্ঞানের অভাব : জনগণের একটি উলেরখযোগ্য অংশের মধ্যে পুষ্টি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। আর এই জ্ঞানের অভাবের কারণে তারা সঠিক স্বাস্থ্য উপযোগী খাদ্য বেছে নিতে পারে না।

সুতরাং উক্ত কারণে আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিচ্ছে।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি

এবারের বন্যায় রিমিকান্দা গ্রামের বাড়িঘর, জমিজমা সব তলিয়ে গেছে। দরিদ্র লোকজন সব আশ্রয় নিয়েছে বড় সড়কের ওপর। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, আশ্রয় নেই। এরই মাঝে সামান্য যা ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি। অবশেষে সরকারের ত্রাণ বিতরণে তারা দুদিন ধরে অন্তত খেতে পারছে। কিন্তু বন্যার পরে তারা কী খাবে? এ চিন্তাও পেয়ে বসেছে।

ক. বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যে বিশেষ করে কীসের প্রাধান্য রয়েছে? ১
খ. মাথাপিছু স্বল্প আয় খাদ্যনিরাপত্তার অভাব ঘটায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রিমিকান্দা গ্রামের লোকেরা খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিমিকান্দা গ্রামের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগ ভূমিকা রাখতে পারে– পবে মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যে বিশেষ করে চালের প্রাধান্য রয়েছে।

খ আমাদের দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের তুলনায় কম। জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলে তাদের পবে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য কেনা সম্ভব হয় না। ফলে দেখা দেয় খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা।

গ রিমিকান্দা গ্রামের লোকেরা দরিদ্র। বন্যা–পরবর্তী সময়ে ত্রাণও আসবে না। এ অবস্থায় তারা তখন কী খাবে তথা খাদ্যনিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের খাদ্যলভ্যতা উলেরখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আমদানি উভয়েরই অবদান রয়েছে এই খাদ্যলভ্যতায়। কিন্তু এই বাড়তি খাদ্য বাংলাদেশের যে অর্ধেক জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে এবং খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, তাদেরকে খাদ্যনিরাপত্তা দিতে পারেনি। কারণ তাদের না আছে নিজের উৎপাদিত পর্যাপ্ত ফসল এবং না আছে তাদের খাদ্য ক্রয় করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ। দুর্যোগের সময় যে ত্রাণ বিতরণ করা হয় তা এই জনগোষ্ঠীকে সাময়িকভাবে খাদ্যনিরাপত্তা প্রদান করে। কিন্তু সেটি তাদের দীর্ঘকালীন খাদ্যনিরাপত্তা প্রদান করতে পারেনি। রিমিকান্দা গ্রামের লোকেরাও তাই বন্যা–পরবর্তী সময়ে খাদ্যনিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত।

ঘ রিমিকান্দা গ্রামের দরিদ্র লোকদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগই সম্বল। বর্তমানে তা বেশ কার্যকরও হচ্ছে। খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে দরকার হয় একটি সঠিক খাদ্যনীতি। দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তার বিধানই বাংলাদেশের খাদ্যনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার কর্তৃক শস্য মজুদ জরবরি অবস্থায় খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সরবরাহকে নিশ্চিত রাখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যা এবং অন্য কোনো কারণে খাদ্যঘাটতি দেখা দিলে এতে দরিদ্র শ্রেণি সবচেয়ে বতিগ্রস্ত হয়। আর এই সংকট মোকাবিলায় সরকার সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির

মোট ব্যয়ের ৯৫ শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিগুলোতে যার লৰ্য হচ্ছে ত্রাণ প্রদান করা এবং শিৰা, স্বাস্থ্য, আয় উপার্জনকারী দৰতা, অবকাঠামো ইত্যাদি সুবিধা পেতে নানা অসমতা দূর করা। মোট জনসংখ্যার যে অংশ খাদ্য সাহায্য কর্মসূচিগুলোতে অংশ নেয়, তাদের পর্যালোচনা করলে দেখা গেছে Vulnerable Group Development (VGD), Food For Education এবং Vulnerable Group Feeding (VGF) এই তিনটি কর্মসূচি খুব ভালোভাবে প্রকৃত দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন– ১৫ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নাগরিকের করণীয়

বাজার থেকে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে এলেন মকবুল সাহেব। তরতাজা ইলিশ, কিন্তু খাওয়ার পর পরিবারের সবাই পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলো। মকবুল সাহেব আফসোস করতে লাগলেন, তার টাকাগুলো পানিতে গেল।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী প্রয়োজন? ১

খ. আমাদের দেশে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যলভ্যতা কীসের ওপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার কোন দিকটি বিঘ্নিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ব্যাপারে মকবুল সাহেবের করণীয় কী ছিল? বিশেৱষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদন, লভ্যতা, ক্রয়ৰমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

খ পৃথিবীর অনেক দেশ যেমন : চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জমি অধিগ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে, যা আমাদের দেশও করতে পারে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যলভ্যতা বাজারের কার্যকারিতা, অবকাঠামো, অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনে ঋতুবৈচিত্র্য, বাজারের দৰতা এবং সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার গুণগত দিকটি তথা ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হয়েছে। শুধু খাদ্য সরবরাহ আর ভোগই স্বাস্থ্যকর এবং উৎপাদনশীল জাতি উপহার দিতে পারে না এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। এজন্য খাদ্যের গুণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। এছাড়া খাদ্যের ভেজাল খাদ্যের নিরাপত্তার একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। মানবস্বাস্থ্যের জন্যও তা মারাত্মক ৰতিকর। যেমন : মকবুল সাহেবের পরিবারের ৰেত্রে ঘটেছে। প্রচলিত আইন ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনবোধে আইন সংস্কার করে ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরৰরি হয়ে পড়েছে।

ঘ উক্ত ব্যাপারে খাদ্য নিরাপত্তার গুণগত মান নিশ্চিত করা মকবুল সাহেবের করণীয় ছিল। ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত ৪৪ শতাংশ মানুষ। ২০০৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশে। এই হতদরিদ্র মানুষ খাদ্যের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারে না। নাগরিক হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে। খাদ্যনিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জেনে তা নিশ্চিত করতে নিজেরা উদ্যোগ নিতে পারি। মকবুল সাহেবও ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হলে ভেজাল খাদ্য কিনবেন না। প্রয়োজনে আইনি সহায়তা নেবেন। উপরন্তু সুযোগ থাকলে বাড়ির আশপাশে খালি জায়গায় নানা রকম শস্য চাষ করে শস্যের চাহিদা মেটাতে পারবেন। প্রকৃতপৰে ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি।

প্রশ্ন– ১৬ পরিবেশগত দুর্যোগ ও ৰতির দিক

পাহাড়ের বাসিন্দা অরিন্দম জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার পরিশ্রমী জীবন। এ বছর সে আশা করছে তার দুই ছেলে ও তার সাথে কাজ করবে। তাই সে বাড়ির পেছনের বনটি পরিষ্কার করার কথা ভাবছে।

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন মানুষ বাস করে? ১

খ. গৃহস্থের খাদ্যনিরাপত্তা কীসের ওপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের অরিন্দমের কাজের ৰতিকর দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অরিন্দমের কাজ পরিবেশগত বিপর্যয়ে ভূমিকা রাখছে– বিশেৱষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০০ মানুষ বাস করে।

খ গৃহস্থের খাদ্যনিরাপত্তা নির্ভর করে খাদ্য উৎপাদন বা প্রাপ্তি এবং বাজারে এই খাদ্যের সহজলভ্যতার ওপর। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষককে সহজশর্তে ঋণ দিলে কৃষক এই ঋণ ব্যবহার করে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করবে।

গ অরিন্দমের কাজটির ৰতিকর দিক হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের হ্রাস। বনের সংকোচন, জলাধারগুলোর অধিগ্রহণ ও দূষণের ফলে দেশের জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশীয় প্রজাতির শস্য, মাছ, গাছ, উদ্ভিদ প্রভৃতি আজ সর্বাত্মক হুমকির সম্মুখীন। উদ্দীপকের অরিন্দমও জুম চাষের জন্য বন পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার এ কাজ শুধু বনাঞ্চল হ্রাস করবে তাই নয় বরং পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং স্বাভাবিকভাবেই জীববৈচিত্র্য হ্রাসে প্রভাব ফেলবে।

ঘ অরিন্দমের কাজটি তথা বন কাটার উদ্যোগ ও জুম চাষ পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টির এক বড় কারণ। বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বনাঞ্চল হ্রাস ও এর অবৰয়। যেমন : ইটের ভাটার জ্বালানি হিসেবে, বাসাবাড়ির রন্ধন কাজে জ্বালানি হিসেবে, ভবন নির্মাণ ও ঘরের জানালা–দরজার জন্য এবং আসবাবপত্র তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যাপক হারে কাঠের ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলে বন ও গুল্ম ধ্বংস করে জুম চাষ প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্দীপকের অরিন্দমের কাজে যা লৰণীয়। একটি দেশের ভারসাম্য রৰার জন্য সেদেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশের বনাঞ্চলের পরিধি দেশের মোট আয়তনের ২০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬ শতাংশে পৌঁছেছে। যেটুকু বন অবশিষ্ট আছে, তাও বিভিন্ন হুমকির সম্মুখীন। তাই পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টিতে অরিন্দমের মতো ব্যক্তিদের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন– ১৭ পরিবেশগত দুর্যোগ ও ৰতির প্রভাব

মার্চ মাস শেষ হয়ে এপ্রিলের মাঝামাঝি চলে এলো। এখনও বৃষ্টির দেখা নেই। কাঠফাটা রোদ। পরিবেশবিদ মি. আক্কাস আলী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব নিয়ে শঙ্কিত। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিনি সবার সচেতনতার বিকল্প দেখেন না। এদিকে সকাল থেকেই আজ তার মন খারাপ। কাজের ছেলেটি বাজার থেকে পলিথিনে করে ডাল নিয়ে এসেছে। সরকারের নিষেধও কেউ মানে না। পরিবেশ বিষাক্ত হবে না কেন?

ক. পরিবেশ কী? ১
খ. কখন পরিবেশেয় দুর্যোগ সৃষ্টি হয়? ২
গ. 'পরিবেশ বিষাক্ত হবে না কেন?– উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. আক্কাস আলী যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত– তা উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের চারপাশের নদনদী, খালবিল, পাহাড়–পর্বত, গাছপালা, মাটি ও সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

খ সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এই স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।

গ 'পরিবেশ বিষাক্ত হবে না কেন?' উদ্দীপকে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারে সরকারের নিষেধাজ্ঞা না মানায় এ প্রশ্ন নেতিবাচকরূ পে এসেছে। পরিবেশ আন্দোলনের চাপে সরকার পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও তা প্রায়ই মানা হচ্ছে না। তদুপরি বিভিন্ন পণ্যের মোড়ক হিসেবে পরাস্টিকের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন : উদ্দীপকে মি. আক্কাস আলীর কাজের ছেলে বাজার থেকে পলিথিনে করে ডাল নিয়ে এসেছে। এভাবে শহরে, এমনকি গ্রামে বর্জ্য হিসেবে পরাস্টিক ও জৈবিকভাবে অপচনশীল অন্যান্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়ছে। সেই সাথে মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চিকিৎসাবর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত হারে বাড়ছে এবং এর মধ্যে অনেক বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় উপাদান থেকে যাচ্ছে। পৃথক ও সুষ্ঠু অপসারণ ব্যবস্থা না থাকার ফলে এসব বর্জ্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং পরিবেশকে বিষাক্ত করছে।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতে বোঝা যায়, মি. আক্কাস জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্নভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে আক্রান্ত করছে এবং করবে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে লবণাক্ততার প্রসার, নদীপ্রবাহের চরমভাবাপন্নতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি ও রোগ মহামারির প্রসার। ঘনবসতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের এসব প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে অস্থিতিশীল করে দিতে পারে। তা প্রতিবেশী দেশ, এমনকি পুরো বিশ্বের জন্যই একদিন বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে কারণে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু পরিবর্তনই বাংলাদেশের জন্য আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মি. আক্কাসের মতো সবাইকে সমষ্টিগতভাবে সচেতন হতে হবে।

প্রশ্ন– ১৮ পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবিলা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ জরুরি। বেশি জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ দূষণ দ্বারা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য এসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এসব ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ক. কোনটিকে ঘিরে মানুষ বেড়ে ওঠে? ১
খ. আমাদের দেশে কম খাদ্য উৎপাদন খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে সংকট থেকে উত্তরণের জন্য পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংকট মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ আলোচনা কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবেশকে ঘিরে মানুষ বেড়ে ওঠে।

খ আমাদের দেশে শাকসবজি, ফল, ডাল, তৈলবীজ, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির উৎপাদন কম, অন্যদিকে জনগণের স্বল্প আয়, তাদের শস্যজাতীয় খাবারের ওপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি এ স্বল্প উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে দেখা দেয় খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা।

গ উদ্দীপকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষাপটে সংকট হিসেবে পরিবেশগত দুর্যোগের ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবিলায় নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় রয়েছে। নাগরিক হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের উচিত অন্যায়ভাবে কোনো গাছ না কাটা, পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের আঙিনাসহ বাড়ি ও রাস্তার আশপাশে গাছ লাগানো, পলিথিনের ব্যাগ আশপাশের ড্রেনে না ফেলা এবং নিজেরা সংগঠিত হয়ে সমাজের মানুষের পরিবেশ দূষণের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা।

ঘ পরিবেশগত দুর্যোগের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কলকারখানা বন্ধ ঘোষণা করা।
২. মানুষের বসতি রয়েছে এমন এলাকায় শিল্প–কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়া।
৩. যে শিল্পগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করে এর মধ্যে পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকারক শিল্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করা।
৪. শিল্প–শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৫. যেখানে–সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলা।
৬. বনায়ন বৃদ্ধি করা এবং এ বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করা।
৭. ব্যাপক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বৃক্ষরোপণ আন্দোলন জোরদার করা।
৮. পাহাড় কাটা নিয়ন্ত্রণ করা।
৯. পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এ সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা।
১০. পরাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা।
১১. ইটের ভাটায় জ্বালানি কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
১২. স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, যাতে তারা পরিবেশের বিরূ প প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকে।
১৩. অধিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
১৪. পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত ও অংশগ্রহণে রাজি করানো।
১৫. ক্ষতিকারক উপাদানগুলোর পরিমাপ করার জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রশ্ন– ১৯ সন্ত্রাসের কারণ

নাগরিক জীবনের সমস্যা

সাধারণ কারণ | বহিঃস্থকারণ

ক. বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিধি দেশের মোট আয়তনের কত শতাংশ? ১

খ. জনসংখ্যা সমস্যা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উদ্দীপকের নাগরিক জীবনের সমস্যাটি নির্ণয়পূর্বক আমাদের করণীয় ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যার দুইটি সাধারণ কারণ বিশেরষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিধি মোট আয়তনের ৬ শতাংশ।

খ মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং এই জন্মহার সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ, বাড়তি জনসংখ্যার চাওয়া–পাওয়া সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

গ উদ্দীপকের নাগরিক জীবনের সমস্যাটি হচ্ছে সন্ত্রাস। উদ্দীপকে ছকে দেখা যাচ্ছে, নাগরিক জীবনের সমস্যাটি সাধারণ ও বহিঃস্থ কারণে উৎপত্তি লাভ করে। বাংলাদেশেও সন্ত্রাস দুটি কারণে সংঘটিত হয়। যথা : ১. সাধারণ কারণ ও ২. বহিঃস্থ কারণ। সুতরাং ছকের নাগরিক সমস্যাটি সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের বিরবদ্ধে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় রয়েছে। নাগরিক হিসেবে আমরা সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে সচেতন থাকব। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কেও আমরা জানব। সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধে আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করব। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে চলব।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সন্ত্রাসের দুটি সাধারণ কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

অর্থনৈতিক বৈষম্য : কোনো সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন থাকলে একশ্রেণির লোক অধিক ধনী হয় এবং অন্য শ্রেণি অধিকতর দরিদ্র হয়। এ অবস্থা বঞ্চিতদের মনে ৰোভের সৃষ্টি করে। ফলে নিম্ন আয়ের পরিবারে ৰুধা নিবৃত্তি, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিবারের কেউ কেউ স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশি টাকা উপার্জনের জন্য অপরাধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন। এছাড়া বেকারত্ব আমাদের দেশে একটি সামাজিক ব্যাধি। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সমাজের কর্মৰম যুবসমাজের ওপর। এর ফলে যুব সমাজ অনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে নিজেদের ভাগ্য নির্মাণে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ হন।

সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি : একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি স্বার্থপরতা প্রবল থাকে এবং রাজনীতি যদি হয় ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার, তাহলে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সন্ত্রাসের জন্ম অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ব্যক্তিস্বার্থ আদায়ের জন্যই সন্ত্রাসীদের লালনপালন করতে হয়। সুতরাং উক্ত কারণ ছাড়াও বিভিন্ন বহিঃস্থ কারণেও সন্ত্রাস ঘটতে পারে।

প্রশ্ন– ২০ সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি

মি. জামান একটি নতুন রাজনৈতিক দল করেছেন। তিনি ৰমতার জন্য এতটাই লালায়িত যে, আগামী নির্বাচনেই জয়ী হতে চান। এজন্য তিনি অন্যায় পথ বেছে নেন, সন্ত্রাসী লালন করতে থাকেন। তার কার্যকলাপে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ক. সন্ত্রাসের মূল কথা কী? ১

খ. সন্ত্রাসের বহিঃস্থ কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. জামানের কার্যক্রমে সন্ত্রাসের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. জামানের সন্ত্রাস প্রতিরোধে করণীয় বিশেরষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সন্ত্রাসের মূল কথা বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্য সাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা।

খ সন্ত্রাস সংঘটনের কিছু বহিঃস্থ কারণ রয়েছে। অর্থাৎ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যেমন অভ্যন্তরীণ ইন্ধন কাজ করে, তেমনি এর পেছনে বাইরের ইন্ধনও থাকতে পারে। যেমন– অবৈধ অস্ত্রের জোগান, অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পেছনে কাজ করে বলে ধারণা করা হয়।

গ মি. জামানের কর্মকাণ্ডে সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি স্বার্থপরতা প্রবল থাকে এবং রাজনীতি যদি হয় ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার, তা হলে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সন্ত্রাসের জন্ম অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ব্যক্তিস্বার্থ আদায়ের জন্যই সন্ত্রাসীদের লালনপালন করতে হয়। উদ্দীপকের মি. জামানও নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেই ৰমতা লিপ্সার কারণে সন্ত্রাসী লালন করতে থাকেন। এখানে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকাশই দেখা যাচ্ছে, যা সন্ত্রাসের কারণ।

ঘ মি. জামান সংকীর্ণ রাজনীতির চর্চা করে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ৰমতা লাভ করতে তার দলে সন্ত্রাসীদের জায়গা দিচ্ছেন। তাই মি. জামানের সন্ত্রাস প্রতিরোধে সরকারকে প্রশাসনের মাধ্যমে উদ্যোগী হতে হবে যে, রাজনৈতিক দলে কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কোনো দল সন্ত্রাসীদের মদদ দিলে বা আশ্রয় দিলে সে দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে। এমন দলের কোনো সদস্যকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না, এ মর্মে সংসদ আইন তৈরি করতে পারে।

প্রশ্ন– ২১ নারী নির্যাতনের কারণ

মিসেস আনোয়ারা ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি গেলেন। সেখানে তিনি চম্পাকে লেখাপড়া শেখাবেন বলে ঢাকায় নিয়ে এলেন। ঢাকায় এনে তিনি চম্পাকে বাসার কাজ করান এবং কোনো বেতনও দেন না। মিসেস আনোয়ারার দশম শ্রেণি পড়ুয়া ছেলে আদিল মায়ের এ দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদ করে এবং স্কুলে তাদের করা একটি নাটকে নারী নির্যাতনকারীর করবণ পরিণতি হয়েছিল বলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

ক. চীনের জনসংখ্যা কত? ১

খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার–পরিকল্পনার ভূমিকা বর্ণনা কর। ২

গ. চম্পা কেন নির্যাতনের শিকার? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আদিল নারী নির্যাতন রোধে সোচ্চার হওয়ার পেছনে কী প্রভাব বিস্তার করেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চীনের বর্তমান জনসংখ্যা ১.৪ বিলিয়ন।

খ উচ্চ জন্মহার রোধ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 'একটি সন্তান কাম্য, দুটি যথেষ্ট'– এই সেরাগানকে কার্যকর করতে হবে। এ ব্যাপারে নাগরিক সচেতনতা ও সরকারের দায়দায়িত্ব বেশি। নাগরিকবৃন্দকে ভাবতে হবে যে অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্যে

কোনো কৃতিত্ব নেই। তাই তাদের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে সরকারকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে অধিক হারে মাঠকর্মী নিয়োগ করতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধপত্র সহজলভ্য করতে হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সেবা দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

গ চম্পা দরিদ্রতার কারণে নারী নির্যাতনের শিকার। আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্র। দরিদ্র পরিবারে নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। ফলে সে তার অধিকার সম্পর্কে থাকে অসচেতন। আর এই সুযোগে স্বামী, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমাজ নারীর ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। উদ্দীপকের চম্পাও তদ্রূপ কেবল দরিদ্র বলেই নাতি সম্পর্কের হওয়া সত্ত্বেও মিসেস আনোয়ারার নির্যাতনের শিকার। তার দরিদ্র বাবা–মাও এ ব্যাপারে অসচেতন। তাই তারা যাচাই না করেই চম্পাকে মিসেস আনোয়ারার সাথে ঢাকায় পাঠিয়েছেন বলেই চম্পা নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

ঘ আদিলের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পেছনে তার বিদ্যালয় ও পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রভাব বিস্তার করেছে। পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা যায়। এক্ষেত্রে স্কুল–কলেজের পাঠ্যপুস্তকে নারী নির্যাতন বিরোধী বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নাটক, কবিতা, আবৃত্তি, গান, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে নারী নির্যাতনকারীর শাস্তি ও পরিণতি তুলে ধরতে হবে। এটা যে একটা ঘৃণ্যতম অপরাধ এবং সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় তা বুঝতে হবে। আদিল তার স্কুলের নাটক দেখে এভাবেই সচেতন হয়েছিল এবং মায়ের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। এভাবে নারী–পুরুষ সকলে মিলে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। আজ আমাদের সমাজের জন্য তা খুবই প্রয়োজন।

প্রশ্ন– ২২ ▸▸ যৌতুক

ঝর্না উচ্চশিক্ষিত। যৌতুক লেনদেন ছাড়াই তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিবাহের পর থেকেই সামান্য বিষয়াদি নিয়ে তাকে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা করতে থাকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এর প্রতি–উত্তর করলে তাকে সইতে হয় শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা। কিন্তু অর্থের অভাবে সে আদালতেও যেতে পারছে না।

ক. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কীসের নিয়ন্ত্রণ জরুরি? ১
খ. সামাজিক বিশৃঙ্খলা বলতে কী বোঝ? ২
গ. ঝর্না কোন সামাজিক সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আদালতে যাওয়ার অর্থ থাকলেই ঝর্নার সমস্যার সুরাহা হয়ে যেত বলে তুমি মনে কর কী? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

খ সমাজের প্রচলিত আচার–আচরণ, রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রমই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিশৃঙ্খলা তখন দেখা যাবে যখন ব্যক্তির ওপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাবে। অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, অপহরণ, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, ছিনতাই, সন্ত্রাস প্রভৃতি সামাজিক বিশৃঙ্খলার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে ঝর্না নারী নির্যাতনের শিকার। নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষরা নারীকে মনে করে অবলা অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। নারীর স্থান হচ্ছে সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে। একই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষরা নারীদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে অবহেলা করেছে। নারীর শারীরিক গঠনকে পুঁজি করে তার ওপর চালিয়েছে শারীরিক নির্যাতন। বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীদের অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও সামগ্রিকভাবে নারীরা এখনও অবহেলিত ও নির্যাতিত। উদ্দীপকে বরং দেখা যায়, ঝর্না উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ির অবজ্ঞার শিকার। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

ঘ আদালতে যাওয়ার অর্থ থাকলেই ঝর্নার সমস্যার সমাধান হয়ে যেত বলে আমি মনে করি না। কেননা অনেক ক্ষেত্রে নারীরা আদালতে নির্যাতনের সঠিক বিচার পায় না। তাই এ ধরনের নারীদের জন্য রাষ্ট্র এবং বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আইনি সহায়তা দিতে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার। আইনের মধ্যে যদি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে তবে তা সংশোধন করে আইনকে আরও শক্তিশালী করা সরকারের গুরুদায়িত্ব। প্রয়োজনে নারী নির্যাতন রোধে বিশেষ আদালত স্থাপন করে নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি দিতে হবে। নারীকে হতে হবে, স্বাবর জ্ঞানসম্পন্ন, শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল। নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন হলে ঝর্নার মতো মেয়েদের নারী নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ সন্ত্রাস

রাজধানী ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জ এলাকার স্থানীয় জনগণের নিকট মাইদুল নামটি একটি আতঙ্কের বিষয়। এই এলাকায় কেউ নিজের জায়গায় নির্মাণকাজ করতে গেলে অথবা কেউ এখানে জমি বা বাড়ি কিনতে গেলে প্রথমে মাইদুল ভাই ও তার বাহিনীকে সেলামি দিয়ে খুশি করতে হয়, অন্যথায় মহাবিপদ। সে স্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে। কেউ তার কথা না শুনলে বা অবাধ্য হলে তাকে মারধর করা এমনকি খুন করতেও দ্বিধা করে না।

ক. আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক নমুনা কী? ১
খ. কখন একটি দেশের জনসংখ্যা সমস্যায় পরিণত হয়? ২
গ. আইন ও পুলিশ প্রশাসন মাইদুল ও তার বাহিনীকে দমন করতে পারে কীভাবে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আইন ও পুলিশ প্রশাসন ছাড়াও মাইদুল ও তার বাহিনীকে প্রতিরোধে আর কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক নমুনা ধর্মীয় জঙ্গিবাদ।

খ মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং এ জন্মহার সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়।

গ মাইদুল ও তার বাহিনী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। তাদের প্রতিরোধে আইন ও পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট হতে পারে। যদিও আমাদের দেশ এক্ষেত্রে অনেক দুর্বল। বাংলাদেশে সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। একে যেমন প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি নিরাময়ও করা যেতে পারে। সন্ত্রাস যাতে জন্ম নিতে না পারে এবং সন্ত্রাসীরা যাতে নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সেজন্য সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক। যারা প্রকাশ্যে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি সাধন করছে, তাদেরকে কোনোভাবে ক্ষমা করা যায় না। সন্ত্রাস দমনের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করলে সন্ত্রাস অনেকটা কমে যাবে আশা করা যায়।

এছাড়া এদেশে পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন করতে হবে। সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে ও যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করতে হবে এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশে পুলিশ ও জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। এখানে প্রায় ১৪০০ মানুষের জন্য একজন পুলিশ কর্মকর্তা। এ অবস্থার নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুলিশের সংখ্যা, পুলিশ ফাঁড়ি, থানার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ঘ আইন ও পুলিশ সন্ত্রাস নির্মূল করতে পারে কিন্তু সন্ত্রাস প্রতিরোধে ও প্রতিকারে আরো কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যায়। যথা :

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকার ভাতা প্রদান : দেশে কুটিরশিল্প, বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন, সকল ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। বেকারত্ব দূরীকরণ সম্ভব হলে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অগ্রসর দেশের মতো না হলেও ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার মতো বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বেকার ভাতা উত্তম ব্যবস্থা।

সর্বজনীন শিক্ষা ও মূল্যবোধের জাগরণ : সবার জন্য শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক বোধ জাগ্রত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এতে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্ভব হবে।

প্রশাসনিক কঠোরতা : সন্ত্রাস দমন, ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ, স্বজনপ্রীতি রোধ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসন যাতে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

গণসচেতনতা : জনগণের সচেতন প্রতিরোধ সন্ত্রাস দমনে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জনগণ সচেতনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংঘবদ্ধ হলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২৪ ▸▸ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

মিরা ও মিনু দুই জা। মিরা গ্রামের স্কুলে চাকরি করেন। তার দু'সন্তান। মিনু গৃহস্থালির কাজ করেন। তার চারটি সন্তান। প্রায়ই স্বামীর সাথে মিনুর ঝগড়া–বিবাদ লেগে থাকে।

ক. VGD এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. রাজনৈতিক সন্ত্রাস কী? বর্ণনা কর। ২

গ. মিরার কম সন্তান হওয়ার পেছনে কী কারণ কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মিনুর বেশি সন্তান হওয়ার পেছনে অসচেতনতাই দায়ী'– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক VGD–এর পূর্ণরূপ হলো Vulnerable Group Development.

খ বাংলাদেশের সন্ত্রাসের অন্যতম একটি উৎস হলো অনুন্নত রাজনীতি। এখানে রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা সন্ত্রাস করে এবং সন্ত্রাসীদের সহাযোগিতা করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সন্ত্রাসী কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ও কর্মী। বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে কিছুসংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্র রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কখনো কখনো সন্ত্রাস সংঘটিত হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৫ ▸▸ খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি

করিম একজন নিরক্ষর কৃষক। তিনি সবটুকু জমিতেই ধানের আবাদ করেন। পরিবারের জন্য পরিমাণমতো চাল রেখে বাকিটুকু বিক্রি করেন। গাভীর দুধ নিজেরা না খেয়ে বাজারে বিক্রি করে সংসারের খরচ চালান। তার স্ত্রীসহ উভয়েই ফসলের ক্ষেতে কঠোর পরিশ্রম করলেও পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই।

ক. নিরক্ষরতা কী ধরনের সমস্যা? ১

খ. নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূপ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. করিমের ঘটনার আলোকে বাংলাদেশের কোন নাগরিক সমস্যার প্রকৃতি ফুটে উঠেছে– বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'পুষ্টিজ্ঞানের অভাবই উক্ত নাগরিক সমস্যার একমাত্র কারণ'– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি তুলে ধর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিরক্ষরতা জাতীয় সমস্যা।

খ নিরক্ষরতা বলতে বোঝায় যার কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই এমনকি যিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না। আর এসব ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূপ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি বর্ণনা কর।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৬ ▸▸ খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে সরকারি উদ্যোগ

ইমামিননেসা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য। তিনি তার আওতাভুক্ত এলাকায় দরিদ্র মানুষের ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করেন। এ কাজে এলাকাবাসী তাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন।

ক. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কোথায় বাস করে? ১

খ. নারী নির্যাতন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ইমামিননেসার কার্যক্রম সরকারের কী ধরনের কার্যক্রম? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকারের সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে এ ধরনের কার্যক্রমে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় কী? ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে।

খ বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যেকোনো কাজ বা আচরণকে বোঝায়, যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়া কোনো ক্ষতিসাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালিভাবে সমাজে অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণ নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সরকারি উদ্যোগ ব্যাখ্যা কর।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৭ ▸▸ নারী নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

মিসেস রিনা একজন এনজিও কর্মকর্তা। উক্ত এনজিওটি অসহায় ও দরিদ্রদের বিভিন্নভাবে আইনি সহায়তা প্রদান করে থাকে। একদিন আইনি সহায়তা নিতে আসা গৃহবধূ সখিনাকে দেখে তিনি শিউরে ওঠেন। সখিনার শরীরে অনেক কালো দাগ। রিনা এ বিষয়ে জানতে চাইলে সখিনা বলে, সামান্য কারণেই স্বামী তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। রিনা সখিনার উপার্জন সম্পর্কে জানতে চাইলে বলে, সে পিতার লেখাপড়া না জানা সন্তান এবং স্বামীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

ক. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন কী? ১

খ. জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে কীভাবে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করা যায়? ২

গ. সখিনাকে নির্যাতন করার পেছনে যে কারণগুলো দায়ী সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একমাত্র আইনি সহায়তাই নারী নির্যাতন রোধ করতে সক্ষম– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়াই জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন।

খ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নাগরিক সচেতনতা ও সরকারের দায়–দায়িত্ব বেশি। নাগরিকবৃন্দকে ভাবতে হবে অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। তাই তাদের পরিবার–পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে সরকারকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রধান কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ নারী নির্যাতন রোধের উপায়গুলো বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৮ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি

কম আয় সম্পন্ন দরিদ্র কৃষক মালেক মিয়া তার পরিবারের সদস্যদের ফল, দুধ ও মাংসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে পারেন না। তারা শস্যজাতীয় খাবার বেশি খেয়ে থাকেন। এছাড়া পুষ্টি সম্পর্কেও মালেক মিয়ার যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে তার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। এতে মালেক মিয়া প্রায়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। এমতাবস্থায় গ্রামের স্কুল শিক্ষকের কাছে সরকার গৃহীত খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির কথা জানতে পেরে তিনি কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তামুক্ত হন।

ক. একজন মানুষের দৈনিক কত কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন? ১

খ. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন বলতে কী বোঝ? ২

গ. মালেক মিয়ার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার জন্যে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার যে কারণগুলো দায়ী তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকার গৃহীত তিনটি খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি খুব ভালোভাবে প্রকৃত দরিদ্রের অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন মানুষের দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খ জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন বলতে বোঝায় যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়া। এর ফলে জনগণের কর্মসংস্থান হবে আর জীবনযাত্রার মানও বেড়ে যাবে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সরকারি উদ্যোগগুলো বিশ্লেষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৯ ইউনিয়ন পরিষদ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির' মাধ্যমে জনগণের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জনমন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ করে। গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটি এ বিষয়ে সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট হিসেবে কাজ করে। যেমন : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গণসচেতনতা তৈরি করে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অল্প খরচে পাওয়ার ব্যবস্থা করে। [৮ম ও ৯ম অধ্যায়]

ক. মাথাপিছু দৈনিক কত ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন? ১

খ. জেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটি উল্লিখিত কাজ ব্যতীত কী কী কার্যাবলি সম্পাদন করে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ কোন নাগরিক সমস্যা চিহ্নিত করে? উক্ত সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথাপিছু দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খ ২০০০ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠিত হবে ১ জন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে। এরা সবাই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন একটি নির্দিষ্ট জেলার অধীন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কমিশনারবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ভোটে। এই পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বলতে ইউনিয়ন পরিষদকে বোঝানো হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে। ইউনিয়ন পরিষদ যেসব কাজ করে সেগুলো হলো :

১. ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে।

২. কৃষি উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ এবং অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে।

৩. মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।

৫. শিক্ষাবিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি স্থাপন করে।

৬. জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটিরশিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা করে।

৭. বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন পরিষদ দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

উদ্দীপকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যাবলি উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তথা ইউনিয়ন পরিষদ।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ সংক্রান্ত কার্যাবলি নাগরিক সমস্যা হিসেবে জনসংখ্যা সমস্যাকে চিহ্নিত করে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান। যথা :

১. **জলবায়ুর প্রভাব :** উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার ছেলেমেয়েরা অপেৰাকৃত কম বয়সে সাবালক হয় ও সন্তান ধারণ ৰমতার অধিকারী হয়। ফলে এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

২. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ :** বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ফলেও বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. **দারিদ্র্য :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। দরিদ্র মানুষ ভবিষ্যতের চিন্তায় অধিক সন্তান জন্মদান করে। ফলে স্বাস্থ্যহীন জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **আর্থসামাজিক নিরাপত্তা :** অধিকাংশ লোক মনে করে যে, পুত্রসন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সৰম। অধিক নিরাপত্তার আশায় তারা একাধিক পুত্রসন্তান কামনা করে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৫. **শিৰার অভাব :** অশিৰা ও অজ্ঞতার কারণে ছেলেমেয়েদের বস্ত্র, শিৰা, চিকিৎসা, বাসস্থান সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা না করেই বাংলাদেশের মানুষ অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে।

৬. **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি :** সামাজিকভাবে অপদস্ত হওয়ার ভয়ে আমাদের দেশের পিতামাতারা সন্তানদের দ্রুত বিবাহ দেন। ফলে জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. **জন্মশাসনের অভাব :** পরিবার পরিকল্পনার সুবিধাদির অভাব থাকায় এবং এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়ার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের প্রধান নাগরিক সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর পেছনে উলেরখযোগ্য কিছু কারণ বিদ্যমান।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বাংলাদেশের আয়তন কত?
উত্তর : বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ভারতের জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ভারতের জনসংখ্যা ১.২ বিলিয়ন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ চীনের জনসংখ্যা কত?
উত্তর : চীনের জনসংখ্যা ১.৪ বিলিয়ন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কাদের জীবনের মান কম?
উত্তর : গরিবের জীবনের মান কম।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ জাতীয় সমস্যা কী?
উত্তর : জাতীয় সমস্যা নিরৰরতা।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কোনটি সন্ত্রাস দমনের মহৌষধ?
উত্তর : জনগণের সচেতনতা সন্ত্রাস দমনের মহৌষধ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত?
উত্তর : বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক নমুনা কী?
উত্তর : আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক নমুনা ধর্মীয় জঙ্গিবাদ।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা কোনটি?
উত্তর : বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যাধিক্য।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে?
উত্তর : বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০০ জন লোক বাস করে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ বাংলাদেশ সরকার কত সালে জনসংখ্যা নীতি সংস্কার করে?
উত্তর : ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যানীতি সংস্কার করে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ সন্ত্রাস কী?
উত্তর : বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য সাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা হলো সন্ত্রাস।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰার জন্য শতকরা কতভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
উত্তর : প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰার জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ১৯৯৭ সালে কোন মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলন শুরব করে?
উত্তর : ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক ও গণশিৰা মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলন শুরব করে।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ বর্ণনা কর।
উত্তর : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ আর্থসামাজিক নিরাপত্তার অভাব। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মনে করেন যে, পুত্র সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সৰম। অধিক নিরাপত্তার আশায় তারা একাধিক পুত্র সন্তান কামনা করেন। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ খাদ্যনিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : খাদ্যনিরাপত্তা বলতে কেবল খাদ্যপ্রাপ্তিকে বোঝায় না। খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ৰমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি–এই তিনটি বিষয়কেই বোঝানো হয়। অবশ্য বাংলাদেশের খাদ্যে যেহেতু খাদ্যশস্যের, বিশেষ করে চালের প্রাধান্য রয়েছে, সেহেতু চালের সরবরাহ এবং মূল্যের স্থিতিশীলতাই খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের মূল বিষয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ পরিবেশগত দুর্যোগের কারণগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর : পরিবেশগত দুর্যোগের কারণগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :
পরিবেশকে ঘিরেই মানুষ বেড়ে উঠেছে। আবার মানুষের কারণে কোনো না কোনোভাবে প্রতিনিয়তই পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে একের পর এক গাছপালা কেটে, বন উজাড় করে মানুষ শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছে। এর ফলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন : মাটি, বায়ু, পানি দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের আরেক কারণ হলো– বনাঞ্চল হ্রাস ও এর অবৰয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ নিরৰরতা বলতে কী বোঝ?
উত্তর : নিরৰরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরৰর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের বোঝাস্বরূপ। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। নিরৰর বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কোনো অৰর জ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না। গ্রামের বহু লোকই নিরৰর।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সুশাসনের অভাবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়– ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা আইনশৃঙ্খলা রৰাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের দায়িত্ব। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক চাপের কারণে প্রশাসন অনেক সময় নীরব ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। যেমন : দুর্বল প্রশিৰণ, পুরনো অস্ত্র, পুলিশ ও জনসংখ্যার ভারসাম্যহীন অনুপাত, যা সন্ত্রাস দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাকে দুর্বল করে। এসব কারণে অনেক দুর্বল সন্ত্রাসীও শক্তি প্রদর্শনে সৰম হয়। তাছাড়া উন্নত প্রশিৰণ না পাওয়ার কারণে অনেক সময় বিদ্যমান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দ্বারা সমকালীন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা খাদ্যভিত্তিক দারিদ্র্যের শিকার। মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় ২,১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত খাবার কেনার সম্পদ তাদের কাছে নেই। খাদ্যে ক্যালরি ঘাটতি ছাড়াও এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য সুষম নয়। তাদের প্রতি বেলার খাদ্যেই শস্যের প্রাধান্য রয়েছে। তারা প্রতিদিন যে ক্যালরি গ্রহণ করে, তার ৮০ শতাংশই আসে শস্য হতে, যার মধ্যে চালই প্রধান। চর্বি, তেল এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্য তারা সামান্যই গ্রহণ করে। এই ধরনের সমতাহীন খাদ্যের বড় শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। পুরবষের তুলনায় নারী শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ নিরৰরতা দূরীকরণে সরকার ও নাগরিকের করণীয় কী?

উত্তর : নিরৰরতা জাতীয় সমস্যা। একে মোকাবিলা করা সবার দায়িত্ব। নিরৰরতার অভিশাপ থেকে দেশকে রৰা করতে হলে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা সমান গুরবত্বপূর্ণ। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নিরৰর। এই বিশাল নিরৰর জনসমষ্টিকে অৰরজ্ঞানসম্পন্ন করা একা সরকারের পৰে সম্ভব নয়। শিৰিত সকল মানুষকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। আর যারা নিরৰর, তাদের নিজেদেরকেও লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হতে হবে। সকলে সম্মিলিতভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারলে জাতীয় উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ নিরৰরতা পরিস্থিতি সম্পর্কে যা জান লেখ।

উত্তর : সরকারের প্রাথমিক এবং গণশিৰা মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে 'সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলন' (Total Literacy Movement) শুরব করে। সম্পূর্ণ সাৰরতা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিৰা মন্ত্রণালয় ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরৰরতা দূর করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নিরৰরতার হার খুবই বেশি। এর মূল কারণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। দরিদ্র শ্রেণির সন্তানেরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া করতে পারে না। অনেক দরিদ্র শিৰার্থী টাকার অভাবে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এর মধ্যেও বর্তমানে ধনাঢ্য ব্যক্তি অথবা বেসরকারি ব্যাংক অথবা সংস্থা অর্থ সাহায্য দিয়ে দরিদ্র অথচ মেধাবী শিৰার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে অবদান রাখছে।